CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-25 ■ 30 October, 2025 ■ আগরতলা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

## দলের অভ্যন্তরে কোন ধরনের গোষ্ঠীকোন্দল বা ফাটল নেই ঃ প্রদেশ বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** বিজেপি দলের অভ্যন্তরে কোন ধরনের গোষ্ঠীকোন্দল বা ফাটল নেই। সামনেই সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। সে সকল বিষয়ে আলোচনা সহ দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা রাজ্যে এসেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, দলের অভ্যন্তরে কোন ধরনের সমস্যা নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় এবং আগামী ৩১ অক্টোবর সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে দল। এই বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে এসেছেন। দলীয় গোষ্ঠী কোন দলের বিষয়টি এদিন অগোচরে এড়িয়ে গেছেন তিনি।

বলাই বাহুল্য, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু প্রদেশ মুখপাত্র এদিন গোটা বিষয়টিকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন দলের ভেতরে কোন ধরনের সমস্যা নেই, প্রত্যেক নেতৃত্বই সংগঠনকে মজবুত করতে কাজ করছেন।

এদিকে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সম্প্রতি ধর্মনগর যাওয়ার পথে বাধা প্রাপ্ত হলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রদেশ মুখপাত্র জানান, এটি উনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তবে প্রশাসনের কাজ নিরাপত্তা প্রদান করা। নিরাপত্তার খাতিরেই প্রশাসনকে এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

শরিকদলের প্রসঙ্গেও মুখ খুলতে নারাজ প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জায়গায় শরিকদল দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে বিজেপি দল। রাজনৈতিক এই সংঘাতের জেরে আহত হয়েছেন দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। শান্তির বাজারের ঘটনাতেও তিপ্রা মথাকে সরাসরি দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। কিন্তু এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শরিক দলের সঙ্গে বিজেপির আভ্যন্তরীণ কোন দলের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন সুব্রত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, তিপ্রা মথা সুপ্রিমো নিজেই বনধকে সমর্থন করেননি বলেছেন। তাই শরীক দলের সঙ্গে কোনো সংঘাতের বিষয় নেই। তেমন কিছু হলে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রদেশ সভাপতি এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কনটেন্ট ক্রিয়েটারকে মানিক সরকার 'ভদ্রমহিলা' সম্বোধন, দুর্ভাগ্যের ঃ বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** অশ্লীল ভাষায় যে মহিলা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালমন্দ করেছে, তাকে ত্রিপুরার ২০ বছরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ''ভদ্রমহিলা'' বলে সম্বোধন করছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। উনার থেকে এই বিষয়টি আশা করা যায় নি। মানিক সরকার সম্পর্কেও যদি কেউ এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতো, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই ঘটনার নিন্দা জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই প্রসঙ্গে এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকেও এক হাত নিলেন তিনি। তার পাশাপাশি কমলপুর শান্তিরবাজারে আন্দোলনের নামে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যর অনাকাঙ্ক্ষিত উচ্চারণ জনিত ত্রুটির ফলে একটি শব্দকে নিয়ে কমিউনিস্টরা যেভাবে বিকৃতি করছে, তারও তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, এই সমাজ ব্যবস্থাতে কমিউনিস্টরা আর খাপ খায় না। ২০২৮ তো দূরের কথা, ২০৮৮ তেও কমিউনিস্ট আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কারণ মানুষ তাদেরকে আর চায় না। তাই তারা এখন নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে, এই পথে হাটছে। কমিউনিস্টদের এখন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।* *বর্তমান ত্রিপুরার রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চরমে পৌঁছেছে। এই প্রেক্ষাপটে আজ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার বৈঠক। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংযোজক তথা সাংসদ (ডাঃ) সম্বিত পাত্র, রাজ্য প্রভারি ড. রাজদীপ রায় সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে আসন্ন নির্বাচন ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানালেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।*

*এদিন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, ইতিমধ্যে শান্তিরবাজারের ঘটনার পর বিজেপির শরিক দলের প্রধানের সঙ্গে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার। জানালেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শরিক দলের সাথে আলোচনা হয়ে থাকে। এদিন তিনি আরও বলেন,*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সিলিং ফ্যান পড়ে আহত দুই ছাত্র

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।* *উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঘটল চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনা। শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার সময় আচমকা সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে যায় দুই ছাত্রের উপর। ওই ঘটনায় স্কুলজুড়ে ছড়ায় আতঙ্ক। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আজ সকালে তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস চলাকালীন হঠাৎই একটি সিলিং ফ্যান খুলে নিচে পড়ে যায়। এতে দুই ছাত্র রাজদীপ রায় এবং অংশুমান দাস আহত হয়। রাজদীপের মাথায় আঘাত লেগেছে, আর অংশুমানের চোখের কাছ দিয়ে ফ্যানের ব্লেড গেলেও অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে।*

*আহত দুই ছাত্রকে দ্রুত*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চিকিৎসা সংকটে হিমোফিলিয়া রোগীরা আইজিএমে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** রাজ্যে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবায় মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেওয়ায় আজ বুধবার আইজিএম হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন হিমোফিলিয়া রোগীরা ও তাদের পরিবার-পরিজনেরা।

রোগীদের অভিযোগ, বর্তমানে প্লাজমা-প্রাপ্ত ও রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর কনসেন্টেটের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফলে রোগীরা সময়মতো চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত ব্যবহৃত রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর মজুদে নেই, পাশাপাশি প্লাজমা-প্রাপ্ত স্টকও অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকটজনক পরিস্থিতি গুরুতর হিমোফিলিয়া 'এ'-তে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জীবনহানিকর হয়ে উঠতে পারে। কারণ এই রোগীরা অভ্যন্তরীণ রক্তপাত বন্ধ রাখতে নিয়মিত ফ্যাক্টর প্রতিস্থাপনের উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বন্ধ থাকলে স্বতঃস্ফূর্ত রক্তপাত, জয়েন্টের ক্ষতি, স্থায়ী অক্ষমতা, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চিকিৎসক মহল।

বিক্ষোভকারীরা রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও আনুষঙ্গিক পরিষেবার সুব্যবস্থা করার দাবি জানান। তাদের বক্তব্য, সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

বিক্ষোভ চলাকালীন মুহূর্তে হাসপাতাল চত্বরে টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

## ইন্দ্রনগরে এক কর্মীর রহস্য মৃত্যু!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্র্যাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এক ডিআরডাব্লিউ কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজধানীতে। মৃতের নাম মিন্টু দেবনাথ (৫৪), বাড়ি নোয়ানিয়ামুড়া এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে ইন্দ্রনগর হ্যান্ডলুম অফিসের পেছনে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই এদিন সকালে তিনি বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর অফিসের পেছনে তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যে জাতি-জনজাতির মধ্যে বিভেদের চেষ্টা চলছে ঃ কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** ত্রিপুরায় পরিকল্পিতভাবে জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আদিবাসী কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বৈঠক এমনটাই দাবি করেন আদিবাসী কংগ্রেস চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া। আজ আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের অন্যতম বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস রণকৌশল তৈরিতে নেমেছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

বৈঠকে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে আদিবাসী কংগ্রেসের অবস্থান, সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি, এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসী কংগ্রেস চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া বলেন, একটা শ্রেণি পরিকল্পিতভাবে জাতি ও উপজাতি সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কংগ্রেস সবসময় ঐক্যের রাজনীতি করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখবে।

তিনি আরও জানান, আদিবাসী কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে জনগণের পাশে থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে যাবে। সভা শেষে উপস্থিত নেতারা জানান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে কংগ্রেস ভবনে আগুন, প্রশাসনের দ্বারস্থ

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।* *মঙ্গলবার হঠাৎই বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত পরিত্যক্ত কংগ্রেস ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিশালগড় থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন বিশালগড় ব্লক কংগ্রেস নেতারা।*

*উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎই কে বা কারা গোপনে ওই পরিত্যক্ত কংগ্রেস ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লেও পাশের*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত হয়ে জনজাতিরা বিজেপিতে যুক্ত হচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। আজ সিপাহীজলা জেলার পেকোয়ারজলা এডিসি ভিলেজে গোলাঘাটি মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশ নিয়ে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা।

তিনি বলেন, "রাজ্যের সকল জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণের সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ করে চলেছি। ইতিমধ্যেই সমাজপতিদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভাজপা একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা রাজ্যে মহারাজাদের প্রকৃত সম্মান দিয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশায় পরিচালিত চলমান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গভীর রাতে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল তরতাজা যুবকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ অক্টোবর।।** জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা জনিত কারণে তরতাজা যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে শোকের ছায়া উদয়পুর শহরে। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত পুরাতন সৎসঙ্গ সংলগ্ন এলাকায়। সুমন দাস, বয়স আনুমানিক পঁচিশ। রাত নয়টার একটু পরে পেশাগত কাজে ইয়ুথ ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে রাজারবাগ স্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে সুমন দাসের বাইকের সাথে সজোরে আঘাত আনে একটি বোলেরো গাড়ি। বোলেরোটি সুমন দাসকে আঘাত করার পরেই এলাকা থেকে চম্পট হয়ে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসী এবং পথ চলতি মানুষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে খবর দেয় রাধাকিশোর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে এবং রাধাকিশোরপুর থানায়। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নিখোঁজ মা ও মেয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** আড়ালিয়া ঋষিপাড়ায় নিখোঁজ মা ও মেয়েকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গত ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান ২৬ বছরের গৃহবধূ রেখা ঋষি দাস ও তার সাত বছরের কন্যা।

নিখোঁজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে রাজ্যের যাত্রীদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন আগরতলাগামী ইন্ডিগো বিমানের যাত্রীরা। সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে হায়দ্রাবাদ থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে উড্ডয়নের কথা ছিল ইন্ডিগো সংস্থার বিমানের। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই হয়রানি বলে সূত্রের খবর।

ফলে যাত্রীদের দুপুর ২টা থেকে প্রায় সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিমানের ভেতরে বসিয়ে রাখা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে অস্বস্তিকর অবস্থায় আটকে পড়েন শতাধিক যাত্রী। অভিযোগ, যাত্রীদের অনুরোধ সত্ত্বেও শুরুতে বিমান সংস্থার তরফে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। পরে যাত্রীদের চাপে বিমানের ভেতর থেকে নামিয়ে আবার বিমানবন্দরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনায় বিমানবন্দরের ভিতরেই ক্ষুব্ধ যাত্রীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিমানে শিশু ও অসুস্থ যাত্রীও ছিলেন, যাদের জন্য পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

অবশেষে প্রায় ছয় ঘণ্টা বিলম্বে, রাত ৮টা ২৬ মিনিটে বিমানটি হায়দ্রাবাদ থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ১০টা ৫১ মিনিটে আগরতলা পৌঁছায় উক্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩০ অক্টোবর,২০২৫ইং
১২ কার্তিক, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

## ইতিবাচক অনুভূতি

ডট কম এর যুগে আমরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছি যে আমরা একে অপরের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিবার সময় পর্যন্ত পাইনা। তথাকথিত ছোট পরিবার ও সুখী পরিবারের সংজ্ঞা আমাদেরকে আরো বিপদজনক প্রবণতার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে পরিবারের অংশ বলিয়া মানিয়া নিতেই অনেকে নারাজ। বৃদ্ধ পিতা মাতারা পর্যন্ত পরিবারের বোঝা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ফলে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা বাড়িতেছে। সমাজ জীবন ও পরিবার জীবন হইতে হাসি নামক বিষয়টি যেন হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। মানুষ ক্রমশ নিজের অজান্তেই নানা মানসিক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ইহার মূল কারণ মন খুলিয়া হাসিতে না পারা।

সুকুমার রায়ের সেই রামগড়ুরের ছানাদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, যাহাদের হাসিতে মানা ছিল? বাস্তবে কোনও মানুষ হাসিতে না পারিবার বাধ্যবাধকতায় বন্দি থাকেন না। কিন্তু কল্পিত সেই রামগড়ুরের ছানাদের এই হাসিতে না পারিবার বৈশিষ্ট্যটি নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া ফেলেন কেউ কেউ। আধুনিক জীবনধারায় নানামুখী চাপে আমরা জর্জরিত। তুমুল প্রতিযোগিতামূলক পড়ালেখার চাপ, কর্মস্থলের চাপ, বাড়ির একঘেয়ে কাজের চাপতালিকাটা বিশাল। এমনকী নিজের 'তারুণ্য' ধরিয়া রাখাটাও একটা চাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন! চাপে চিঁড়েচ্যাপ্টা মানুষ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাইতেই পারেন। এ হইল যুগের নির্মম সত্য। কিন্তু হাসি থেকেই ছড়াইয়া পড়ে প্রাণশক্তি, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হাসিলে আমাদের মনে জাগে ইতিবাচক অনুভূতি। এর প্রভাব থেকেও যায় অনেকটা সময় অবধি। মনের ভালো থাকিবার সঙ্গে শারীরিক সুস্থতাও নিবিড়ভাবে জড়িত। হাসিতে সুস্থ মন, সুন্দর জীবনভাবনা, হাসিতে খুলিয়া যায় মনের দুয়ার। সমস্যা সমাধানের নানা উপায় নিয়া স্বচ্ছভাবে ভাবিবার সুযোগ হয়। জীবন সম্পর্কে সুন্দর ভাবনা জাগে মনে। সৃষ্টি হয় আশাবাদ, আসে সন্তুষ্টি। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা হয় হাসির চর্চায়। মন হয় প্রশান্ত। মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে। বিরক্তি আর দুশ্চিন্তাও কম হয়। কাজের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ে। কঠিন কাজও সহজ মনে হয়। বাড়ে কাজের গতি।হাসিতে সুস্থ ব্যক্তি, সুস্থ সম্পর্ক। হাসিলে শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বাড়িতে পারে না। কর্টিসল হইল চাপের হরমোন। তাই হাসিলে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমে। হাসিলে শরীরেও সৃষ্টি হয় সুখানুভূতি। ভালো ঘুম হয়। যাঁহারা সহজে হাসিতে পারেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোও সহজ প্রকৃতির হয়। সামাজিক সম্পর্ক নিয়াও জটিলতায় কম পড়েন তাঁহারা। তাই হাসির খোরাক খুঁজিতে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, শেষ কবে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছেন আপনি? সুস্থ, সুন্দর জীবনের জন্য প্রতিনিয়তই প্রাণখুলিয়া হাসা জরুরি। নইলে ভেতরে-ভেতরে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবেন, যাহার প্রভাব দেখা দিবে বহু বছর পর। ব্যায়ামের মতো এটিও একটি চর্চার বিষয়। জীবন আপনাকে হাসিতে দিতেছে না? আপনি হাসির কাছে ছুটিয়া যান। জীবনের উচ্ছ্বাস আপনাকে ছুঁইয়ে যাইবেই যাইবে। বন্ধুদের আড্ডা, মজার গল্পের বই, সুকুমার রায়ের ছড়া, টেলিভিশন বা ইউটিউবের কমেডি শোনানা কিছুই হইতে পারে আপনার হাসির উৎস। এমন যেকোনও কাজে সম্পৃক্ত হন, যাহাতে আপনি হাসিতে পারেন। সৃষ্টিকূলের জন্য কিছু করুন। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটান, ক্ষুধার্ত জীবকে খাবার দিন, তৃষ্ণার্ত জীবকে জল দিন, আশ্রয়হীন প্রাণকে আশ্রয় দিন। হাসিমুখে, কোমলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। এমন সব কাজ করিলে আপনি মন খুলিয়া হাসিতে পারিবেন।

## আগামী ৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর বিলোনীয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে নববিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৮ শে অক্টোবর:-নববিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান আগামী ৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর ২০২৫ ইং তারিখে বিলোনীয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে নবা গত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ নববিদ্যার্থী বরণের মধ্যে দিয়ে ছাত্র সমাজে ঐক্য উৎসাহ ও একাডেমিক চেতনার বন্ধনকে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই মহতি আয়োজন।

৩০ শে অক্টোবর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাই হোম ইন্ডিয়ার কর্নধার সুনীল দেওধর,মন্ত্রী কিশোর বর্মন, মন্ত্রীশুক্লা চরন নোয়াতিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার,অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস,৩০ অক্টোবর আয়োজিত হবে মেগা হেলথ ক্যাম্প এবং রক্তদান শিবির। হেলথ ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করবেন। এই কাম্পে আগত সকল জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ঔষুধ বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যা সমাজকল্যাণ ও মানব সেবার প্রতি কলেজের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।দ্বিতীয় দিন ৩১শে অক্টোবর ২০২৫। অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে পরিবেশনা করবেন খ্যাতনামা শিল্পী মিস সেঁজুতি দাস, যিনি দেশের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ইন্ডিয়ান আইডল এর ফাইনালিস্ট এবং সা রে গা মা পাএরও ফাইনালিস্ট। তাঁর সঙ্গে থাকবেন তাঁর দক্ষ সঙ্গীত শিল্পীদের একটি দল।ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সমস্যবৃন্দ, তদুপরি কলেজের সকল শুভানুধ্যায়ী, প্রেস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার বেলা এগারটায় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে নব বিদ্যার্থী বরনের অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি সাগর নমঃ,এছাড়া ছিলেন সম্পাদিকা ঋত্বিকা সরকার, সদস্যা সূচনা পাল।নব বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাস সেজে উঠেছে আলপনাতে।

## গয়নামা এলাকায় চার বছর ধরে বন্ধ জলপাম্প, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ২৮ অক্টোবর: ধলাই জেলার মনু শাখার ডিডব্লিউএস দপ্তরের চরম গাফিলতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত গয়নামা এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওই এলাকায় একটি জলের পাম্প মেশিন স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে স্থানীয় মানুষ শুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পান। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পাম্পটি চালু করা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের উদাসীনতা ও প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাম্প স্থাপনের সময় এলাকাবাসীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা দূর হবে। কিন্তু আজও সেই আশ্বাস কাগজেই রয়ে গেছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসীরা জানান, একাধিকবার তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে গিয়ে আবেদন করেছেন যেন পাম্পটি চালু করা হয়। তবে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এলাকার মানুষজন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করেছেন, অবিলম্বে নবনির্মিত জলপাম্পটি চালু করে গয়নামা এলাকার দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট দূর করা হোক। নইলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

# ফিলিস্তিনের বন্ধু থেকে যেভাবে ইসরায়েলের মিত্র হলো ভারত

শুভজ্যোতি ঘোষ

পিএলও বা প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অথরিটির প্রবাদপ্রতিম নেতা ইয়াসের আরাফাত ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সব সময় "আমার বড় বোন" বলে সম্বোধন করতেন। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে দিল্লিতে যে নির্জোট আন্দোলনের (ন্যাম) শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল, তাতে তিনি "রাষ্ট্রনেতা" হিসেবে উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ পর্যন্ত দিয়েছেন।

সমকালীন ইতিহাসের পর্যবেক্ষকরা সবাই মানেন ইন্দিরা ও আরাফাতের মধ্যে অসম্ভব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল, বিরাট ভরসার সম্পর্ক ছিল। আর সেই আস্থা ও বন্ধুত্ব শুধু ব্যক্তিগত পরিসরেই নয়, ভারতীয় ও ফিলিস্তিনি জাতিসত্তার মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

আসলে ভারতের জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃত মোহনদাস গান্ধী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু বা তার কন্যা ইন্দিরা --- প্রত্যেকেই চিরকাল ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে যে ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই জমিতে মর্যাদার সঙ্গে তাদের বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই শত শত ফিলিস্তিনি ছাত্র প্রতি বছর বৃত্তি নিয়ে ভারতে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসত, ভারতের নিজের আর্থিক অবস্থা যাই হোক, ফিলিস্তিনে ত্রাণ, রসদ ও সহায়তা পাঠানো হতো প্রতি বছরই। এই ধারা পুরো মাত্রায় বজায় ছিল ১৯৮০র দশক পর্যন্ত। বস্তুত এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই স্বাধীন ভারতের আটাত্তর বছরের ইতিহাসে অধিকাংশ সময় জুড়েই ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, সারা বিশ্বের নির্যাতিতদের পাশে থেকেছে।

আর এই অবস্থানের পক্ষে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ছিল প্যালেস্টাইনের প্রতি ভারতের অব্যাহত সংহতি --- দিল্লি শুধু ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকেই স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেও বরাবর সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের বয়স যখন মাত্রই মাসতিনেক, তখনই তারা জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে টুকরো করার "পার্টিশন প্ল্যানে" আপত্তি জানায় এবং জাতিসংঘে ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্তিরও বিরোধিতা করে।

ফিলিস্তিন ও ভারত, উভয়েরই যে উপনিবেশ- বিরোধী সংগ্রামের অভিন্ন ইতিহাস - দিল্লির এই নীতিগত অবস্থানের বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল সেই বাস্তবতাতেই।

আর এ কারণেই আরব বিশ্বের বাইরে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতেও ভারতের দেরি হয়নি। ১৯৭৪ সালে বিশ্বের প্রথম নন- আরব রাষ্ট্র হিসেবেও ভারত পিএলও-কে ফিলিস্তিনি জনতার একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, পরের বছরই দিল্লিতে চালু হয় পিএলও-র কার্যালয়।

এমন কী ১৯৮৮ সালের ১৮ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে "রাষ্ট্র" হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় ভারত, যার কয়েক বছর পর পশ্চিম তীরের রামাল্লায় চালু হয় ভারতীয় দূতাবাসও। টেকনিক্যাল কারণে সেটিকে অবশ্য দূতাবাস না বলে ভারতের "প্রতিনিধি কার্যালয়" বলাটাই রেওয়াজ। ফিলিস্তিনের বন্ধু থেকে ইসরায়েলের বন্ধু-

আর ঠিক এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা আছে বলেই গত দুবছরেরও বেশি সময় ধরে গাজা যখন তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল --- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারতের নীরবতা এবং ইসরায়েলের নিন্দা জানানোর ব্যর্থতা দেশ-বিদেশের বহু পর্যবেক্ষককে স্তম্ভিত করেছে। এমন কী, ২০২৩র অক্টোবর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির ডাক দিয়ে জাতিসংঘে আনা চারটি বড় প্রস্তাবেও ভারত ভোটদানে বিরত থেকেছে। কারণ দেখানো হয়েছে, সহিংসতার সূচনা যে হামাসের হাতে, সেটা কেন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিজেদের 'গ্লোবাল সাউথে'র নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় দেখতে চাইলেও এই প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ছিল স্পষ্টতই অন্য সতীর্থদের চেয়ে ভিন্ন!

ঐতিহাসিক জোয়া হাসানের মতে, 'ভারতের এই নীরবতা শুধু চরম নৈতিক ব্যর্থতাই নয়, নিজেদেরই রাষ্ট্রীয় লিগ্যাসির সঙ্গে এক ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার সামিল!' যে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন এক সময় ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ ছিল, ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে সেই স্তম্ভকেই ধূলিসাত করে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

ভারতের সুপরিচিত লেখক অরুন্ধতী রায় আবার তার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয় --- ভারতের আমজনতা বা সাধারণ মানুষও আজ ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছেন, যে কারণে দেশের কোনও প্রান্তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও টুঁ শব্দটিও হয়নি বললেই চলে!

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে এই নাটকীয় পটপরিবর্তনটা কীভাবে সম্পন্ন হলো? একদা বহির্বিশ্বে ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারত কীভাবে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরায়েলের সঙ্গে নির্দ্বিধায় হাত মেলাল?

ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট- ভারতের ফিলিস্তিন নীতিতে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ১৯৯০র দশকের গোড়ার দিকেই, যখন ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতের সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদ ও আমেরিকাতে নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রণেন সেন এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। বিবিসি বাংলার সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রণেন সেন জানাচ্ছেন, ইসরায়েলকে ভারতের স্বীকৃতি দেওয়ার এই পদক্ষেপের সূচনা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজের বৈঠকের মধ্যে দিয়ে। রণেন সনের কথায়, 'বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রর প্রতি শিমন পেরেজের অঙ্গীকার রাজীব গান্ধীকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল।' 'শিমন পেরেজ তাকে এটাও বোঝাতে পেরেছিলেন, ভারত যেমন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে "গণতন্ত্রের একমাত্র দ্বীপ", কিংবা জাপান পূর্ব এশিয়াতে --- তেমনি ইসরায়েলও পশ্চিম এশিয়াতে ঠিক তাই!' ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উভয় দেশই যে উপকৃত হবে, দুই নেতাই সে ব্যাপারটায় একমত হয়েছিলেন।

এর পরই রণেন সেনকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন, পরবর্তী চার বছরের মধ্যে যাতে এই লক্ষ্য (ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান) অর্জন করা যায় , সেই লক্ষ্যে একটি "রোডম্যাপ" তৈরি করে সেই অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করতে।

এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল ডেভিস কাপ টেনিসের ম্যাচগুলোতে ইসরায়েলের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা, ভারতের মাটিতে যে সব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলো হতো তাতে ইসরায়েলি প্যাভিলিয়নে তাদের পতাকা রাখা, বোম্বে শহরে ইসরায়েলি কনস্যুলেটকে আপগ্রেড করে তাদের কাজের পরিধি বাড়ানো --- ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে রাজীব গান্ধী ১৯৮৯র নির্বাচনে হারার পর ভিপি সিং ও চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে যে দুটি স্বল্পমেয়াদি সরকার দেশের ক্ষমতায় এসেছিল, তারা কেউই এই উদ্যোগ নিয়ে এগোনোর বিশেষ গরজ দেখাননি। ইসরায়েল অবশেষে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পায় পরবর্তী কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাওয়ের আমলে। রাজীব গান্ধী তার কয়েক মাস আগেই এলটিটিই-র তামিল সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আরাফাতকে পাশে বসিয়ে ইসরায়েলকে স্বীকৃতির ঘোষণা ভারত যখন অবশেষে ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়, তার ঠিক আগে পিএলও-র অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসের আরাফাতকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার তখন লোকসভায় দলের এমপি, ফরেন সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে তার কিছুকাল আগেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। (মাঝে) ও ভারতের রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামনকে (বাঁয়ে) সঙ্গে নিয়ে --- ইসরায়েলকে ভারতের পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পর। ২০ জানুয়ারি ১৯৯২ সেই আইয়ার সম্প্রতি একটি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, আরাফতের সেই সফরে তার সঙ্গে ফিলিস্তিনি নেতার একান্তে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল।

'বাতাসে তখন খুব জোর জল্পনা নরসিমহা রাও ইসরায়েলকে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে চলেছেন। আমি আরাফাতকে বললাম, একমাত্র আপনিই পারেন ভারতকে এই বিপর্যয়ের পথে যাওয়া থেকে ঠেকাতে!' 'আরাফাত আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না', লিখেছেন মণিশঙ্কর আইয়ার। 'পরদিন আমি অসহায় হয়ে দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আপগ্রেড করার কথা ঘোষণা করছেন --- আর ঠিক তার পাশে বসা ইয়াসের আরাফাত সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন!' আসলে তখন বিশ্বে খুব কম লোকই জানতেন, নরওয়ের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি নেতৃত্বর মধ্যে গোপন আলোচনা চলছে এবং বিখ্যাত "অসলো চুক্তি" ও ততদিনে চূড়ান্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ১৯৯৩ সালের সেই অসলো চুক্তিই তিউনিশিয়াতে নির্বাসিত জীবন থেকে আরাফতের নেতৃত্বাধীন পিএলও-র গাজা ও পশ্চিম তীরে ফেরার পথ প্রশস্ত করে। তবে চুক্তিতে ইসরায়েল আরও যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার অনেকগুলোই পরে রক্ষিত হয়নি। নেত্রী সোনিয়া গান্ধী (২০০২)। সোনিয়ার প্রয়াত স্বামী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে ১৯৮৫তে নিউ ইয়র্কে শিমন পেরেজের বৈঠকেই ইসরায়েলকে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার ভিত রচিত হয়েছিল মণিশঙ্কর আইয়ার মনে করেন, ইয়াসের আরাফাত হয়তো তখন ভেবেছিলেন ভারত যদি ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সম্ভবত ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুত "টু স্টেট সলিউশন" (দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান) অর্জনে ফিলিস্তিনের সুবিধা হবে।

কিন্তু বাস্তবে সেটা তো হয়ইনি --- বরং ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ভারতের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের দূরত্বই শুধু বাড়িয়েছে। ভারতের "নৈতিকতার কম্পাসই দিকভ্রষ্ট" দিল্লির জেএনইউ-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমেরিটাস অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ জোয়া হাসানের পর্যবেক্ষণ, ১৯৯২-র পর থেকেই ফিলিস্তিনের প্রতি ভারতের সমর্থনে ভাঁটা পড়তে শুরু করে, তবে তা মারাত্মক মোড় নেয় ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর। 'জাতীয় স্বার্থ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে ভারতে একটার পর একটা সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে।' 'বিশেষ করে ১৯৯৯-র কার্গিল যুদ্ধের পর থেকেই ভারত যখন তাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়াতে ইসরায়েল থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি শুরু করে, এই ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন ক্রমে ক্রমে ভারত ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা ক্রেতায় পরিণত হয়েছে', জানাচ্ছেন জোয়া হাসান। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত ও ফিলিস্তিনের বহু বছরের আস্থার সম্পর্ক। জোয়া হাসানের কথায়, 'মোদীর বিজেপি সরকারের আমলে ভারত-ইসরায়েলের এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ একটা ভিন্ন মাত্রা নিতে থাকে। ইসরায়েলি ব্র্যান্ডের "হার্ডলাইন জাতীয়তাবাদ" ও 'সিকিওরিটি-ফার্স্ট ডকট্রিন'কে ভারতও ক্রমশ আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে শুরু করে।' 'বিগত বহু দশক ধরে ভারত যে নৈতিকতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে অবস্থান নেওয়ায় বিশ্বাসী ছিল, সেখান থেকেই তারা ধীরে ধরে সরে আসে।' এই পরিবর্তনটাকেই তিনি "নৈতিকতার স্পষ্টতা" থেকে "সুচিন্তিত অস্পষ্টতা" (ক্যালকুলেটেড অ্যামবিগুইটি) বলে বর্ণনা করছেন, বলছেন এর মাধ্যমে ভারতের নৈতিকতার কম্পাসের কাঁটাটাই আসলে সরে গেছে। জোয়া হাসানের মতে, আর এরই পরিণতিতে বিশেষত গত দু'বছর ধরে গাজার ওপরে যখন প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় নেমে এসেছে --- ৫৫ হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হয়েছেন, শরণার্থী শিবির বা হাসপাতালে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে কিংবা খাদ্য-পানীয় জল বা ওষুধের সরবরাহ পর্যন্ত ছিন্ন করা হয়েছে --- ভারত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ভারত যাতে তাদের ফিলিস্তিন-পন্থী পররাষ্ট্রনীতিতে ফিরে আসে, তার জন্যও কিন্তু দেশের জনমতে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে তেমন কোনও জোরালো দাবি নেই। জোয়া হাসানের কথায়, 'ভারতের রাজনীতি যেমন দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকেছে, তেমনি ইসরায়েলকে নিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও যথারীতি বিবর্তিত হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ঠিক দু 'বছর আগেই আহমেদাবাদে বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের সময় ভারতীয় দর্শকরা মাঠে ইসরায়েলের সমর্থনে স্লোগান দিয়েছিলেন, পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে এসেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি পোস্ট করে উল্লাস জানিয়েছিলেন দিল্লিতে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত। সাম্প্রতিক এক পিউ রিসার্চ জরিপেও দেখা গেছে, অন্তত ৩৪ ভারতীয় গাজাতে ইসরায়েলের হামলাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন --- যেখানে ইসরায়েলের ভূমিকায় আপত্তি আছে ২৯ শতাংশ ভারতীয়ের।

ওই সার্ভে আরও দেখিয়েছে, ভারতে ইসরায়েলের সমর্থকের সংখ্যা আসলে বহু পশ্চিমা দেশের চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

"ভারতীয়রা আর ফিলিস্তিনিদের ভালোবাসেন না" ভারতের বুকার পুরস্কার জয়ী লেখক-অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায় সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে দাবি করেছেন, বছরকয়েক আগেও ফিলিস্তিনি জনতার সংগ্রামে ভারতের সাধারণ মানুষের যে সমর্থন আর ভালবাসা ছিল তা এখন পুরোপুরি অন্তর্হিত। জিটিও-র মেহদি হাসানের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি তার কিছুদিন আগের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।

অরুন্ধতী রায় জানান, 'আমি বেইরুটে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারতের অবস্থান পাল্টে গেছে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল।' 'ওরা অনেকেই তখন বললেন, তোমাদের দেশে সরকার বদলেছে, তাদের অবস্থান হয়তো বদলেছে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এখনও আমাদের ভালোবাসেন।'

'তখন তাদের ভুলটা ভাঙাতেই হলো, বলতেই হলো কুড়ি বছর আগে হয়তো বাসতেন --- কিন্তু এখন আর বাসেন না!' অরুন্ধতী রায় আসলে বিশ্বাস করেন, আগে ফিলিস্তিনের বন্ধু রাষ্ট্র হলেও ভারত এখন আর তাদের বন্ধু নয় --- নিপীড়িত মানুষের সঙ্গী হিসেবে ভারতের যে মর্যাদার জায়গাটা ছিল, সেটাও তারা খুইয়েছে।

মেহদি হাসানকে তিনি উদাহরণ দিয়ে আরও বলেন, গাজায় ইসরায়েলের এমন বিধ্বংসী হামলার পর ভারতে তার কোনও প্রতিবাদ হয়নি বললেই চলে।

'আর যদি ধরি মাত্র জনাকুড়ি লোকও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে একজোট হয়, তাহলে পুলিশ বা প্রশাসনকে এসে ওটা ভাঙতে হবে না --- তার আগে রাস্তার সাধারণ মানুষই এসে ওটা ছত্রভঙ্গ করে দেবে।'

'এই ধরুন দোকানদাররাই এসে ওগুলো ভেঙে দেবে, দেশে যে রাইট উইং ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে তারাই এসব প্রতিবাদ করতে দেবে না', বলেন তিনি। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ ও ইসরায়েলের ইহুদীবাদী জাওনিজমের মধ্যে যে আদর্শগত সাদৃশ্য, সেই মিলটাই এই দুই শক্তিকে ক্রমশ কাছাকাছি এনেছে --- এ কথা বলতেও অরুন্ধতী রায়ের কোনো দ্বিধা নেই। প্রায় আশি শতাংশ হিন্দুর দেশ ভারতের প্রায় একশো শতাংশ মুসলিম -অধ্যুষিত ফিলিস্তিনকে সমর্থন করতে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চাশ বছর অন্তত কোনও সমস্যা হয়নি। রাষ্ট্রীয় নীতিতেও তখন আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, নৈতিকতা বা মানবিকতারই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অরুন্ধতী রায়ের মতো ভারতে অনেক পর্যবেক্ষকই এখন মানেন, ধর্মের সেই ব্যবধান আজ ফিলিস্তিনি ও ভারতীয়দের মধ্যে দূরত্ব তৈরিতে বিরাট একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে, ভারতের আমজনতার একটা খুব বড় অংশ ফিলিস্তিনকেও ইসরায়েলের চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করেছে!

স্বাধীনতার পর থেকেই শত শত ফিলিস্তিনি ছাত্র প্রতি বছর বৃত্তি নিয়ে ভারতে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসত, ভারতের নিজের আর্থিক অবস্থা যাই হোক, ফিলিস্তিনে ত্রাণ, রসদ ও সহায়তা পাঠানো হতো প্রতি বছরই। এই ধারা পুরো মাত্রায় বজায় ছিল ১৯৮০র দশক পর্যন্ত। বস্তুত এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই স্বাধীন ভারতের আটাত্তর বছরের ইতিহাসে অধিকাংশ সময় জুড়েই ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, সারা বিশ্বের নির্যাতিতদের পাশে থেকেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

# মহাজোটবন্ধনে বিহারে নির্বাচনী যুদ্ধ: একক নেতা হিসেবে তেজস্বী কি পারবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে?

পাটনা, ২৯ অক্টোবর : বিহারের প্রথম দফার ভোট গ্রহণের ঠিক আট দিন আগে মহাগঠবন্ধন তাদের যৌথ নির্বাচনী ইশতেহার 'তেজস্বী প্রাণ' প্রকাশ করেছে, যেখানে তেজস্বী যাদবকে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোটের একমাত্র মুখ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই ইশতেহারে চাকরি, মহিলাদের কল্যাণ এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি, তেজস্বী যাদবকে নেতৃস্থানীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
বিহারের ২০২৫ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মহাগঠবন্ধন তাদের নির্বাচনী ইশতেহার 'বিহার কা তেজস্বী প্রাণ' উন্মোচন করেছে, যেখানে পুরো নির্বাচনী অভিযানের দায়িত্ব এককভাবে তেজস্বী যাদবের কাঁধে চাপানো হয়েছে। ইশতেহারের প্রচ্ছদে তেজস্বী যাদবের ছবি স্পষ্টই তুলে ধরা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই নির্বাচন শুধু তার নেতৃত্বে নয়, বরং তার নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই লড়াই হচ্ছে।২০২০ সালে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন 'ন্যায় এবং বদলাব' স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, যেখানে চাকরি সৃষ্টি ছিল প্রধান ইস্যু। কিন্তু পাঁচ বছর পর, পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। তেজস্বী যাদব কেবল বিরোধী নেতা হিসেবে কাজ করেননি, বরং ১৭ মাস ধরে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন সরকারে একত্রে ক্ষমতায় থেকেছেন। সেই সময়ে, তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেছিলেন, এবং আজ সে কথা তিনি একটি সরকারী রেকর্ড হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। এইবারের ইশতেহারে শুধু চাকরি নয়, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং কল্যাণের বিষয়েও নতুন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যা পূর্বে আরজেডির অগ্রাধিকারে ছিল না।
মহিলা ভোটারদের গুরুত্ব বুঝে, তেজস্বী যাদব তাদের জন্য নতুন কল্যাণমূলক প্রস্তাবনা দিয়েছেন। 'মাই বেহেন যোজনার' মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। এছাড়াও, তিনি জীবিকা দিদিদের জন্য স্থায়ী চাকরি এবং প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা বেতন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের জন্যও নতুন প্রস্তাবনা আছে, যারা বহু বছর ধরে স্থায়ী চাকরির দাবি জানিয়ে আসছিল। তাদের এই দাবিকে তেজস্বী যাদব এখন প্রধান নির্বাচনী প্রচারে পরিণত করেছেন, যা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএর মধ্যবিত্ত ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা।
ভোট ঘোষণার কয়েক দিন আগে, নীতীশ কুমারের সরকার' মুখ্যমন্ত্রী মহিলা কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করে মহিলাদের ১০,০০০ টাকা করে প্রদান করেছিল। তেজস্বী যাদব তার ২৫০০ টাকা মাসিক সহায়তার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
২০২০ সালে, তেজস্বী যাদবের নির্বাচনী প্রচার মাইনোরিটি ভোটারদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, বিশেষত সিমাঞ্চল অঞ্চলে, যেখানে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির অল্লাহ মাইনোরিটি মুসলিম ভোটদের কিছুটা টানতে সক্ষম হয়েছিল। এইবারের ইশতেহারে, মাইনোরিটি কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বিহারে ওয়াকফ অ্যাক্টের বাস্তবায়ন পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়েছে।
যদি ২০২০ ছিল তেজস্বী যাদবের রাজনৈতিক অডিশন, তবে ২০২৫ তার জন্য প্রকৃত পরীক্ষা। মহাগঠবন্ধন একটি জোট হলেও, এই নির্বাচনের প্রচার, স্লোগান, ছবি, এবং বার্তা সমস্তই একমাত্র তেজস্বী যাদবের চারপাশে কেন্দ্রীভূত।
যদি ভোটাররা 'তেজস্বী প্রাণ'কে গ্রহণ করেন, তবে তিনি অবশেষে তার বাবা লালু প্রসাদ যাদবের ছায়া থেকে বেরিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে পারবেন। তবে যদি ভোটাররা এটি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ২০২৫ নির্বাচন তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ে পরিণত হতে পারে। অবশ্যই, ঝুঁকি এবং পুরস্কার একমাত্র তেজস্বী যাদবেরই।

# দেশের কৃষিক্ষেত্রে ভালো ফলন, উন্নত বর্ষা ও জলাশয়ে পর্যাপ্ত জলসংগ্রহ

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : এই বছর দেশের কৃষিক্ষেত্রে ভালো ফলন হয়েছে, কারণ বর্ষা অনুকূল ছিল এবং জলাশয়ে পর্যাপ্ত জলসংগ্রহ হয়েছে, যার ফলে কৃষকদের জন্য অনেক সুবিধা এসেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, প্রধান জলাশয়গুলোতে স্বাভাবিক বা তার বেশি পরিমাণে পানি রয়েছে, যার ফলে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে এবং খরিফ ফসলের বীজ বুননও সময়মতো সম্পন্ন হয়েছে। এই উন্নতি কৃষকদের জন্য একটি বড় আশীর্বাদ, কারণ যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকার ফলে বীজ বুনন দ্রুত হয়েছে এবং গাছপালা সুস্থভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলস্বরূপ, রবি মৌসুমে ফসলের আবাদ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, 'সময়ের ওপর এবং অনুকূল বর্ষা, জলাশয় সম্পদ, উন্নত পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের কারণে দেশের কৃষিক্ষেত্রে রেকর্ড সাফল্য আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে, সরকারের কৃষকবান্ধব নীতির কারণে এই সাফল্যগুলি কৃষকদের জীবনমানকে উন্নত করছে এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এটি একটি ইতিবাচক সংকেত। আগামী রবি মৌসুমে ডাল এবং তেল জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি এবং রেকর্ড উৎপাদন অর্জনের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে কৃষকদের সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করবে।'
গত মঙ্গলবার শিবরাজ সিং চৌহান এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক পর্যালোচনা সভায় জানানো হয় যে, ২০২৫ সালের খরিফ মৌসুমে ফসলের আবাদ ভালো হয়েছে। এই বছর ধানের বীজ বুননের মোট পরিমাণ ৪৪১.৫৮ লাখ হেক্টর হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিলজাতীয় ফসলের ক্ষেত্র ১৯০.১৩ লাখ হেক্টর পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেখানে সোয়াবিন এবং মুগফলির আবাদ প্রধান ছিল।এছাড়া, ডালের ক্ষেত্র ১২০.৪১ লাখ হেক্টর পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। চিনি আখের ক্ষেত্র ৫৫.০৭ লাখ হেক্টর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উৎপাদনকারী কৃষকদের জন্য লাভজনক হবে।
শিবরাজ সিং চৌহান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার খাদ্য সাবসিডির জন্য ৩৮ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য কৃষকদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
কৃষি কমিশনার ড. পি.কে. সিং সভায় রিপোর্ট দেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ প্রকল্প এবং জলাশয়ে জল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সেচভিত্তিক কৃষি উন্নতি সম্ভব হয়েছে। গত বছরের তুলনায় জল সংগ্রহের পরিমাণও ভালো রয়েছে। বর্তমানে ১৬১টি জলাশয়ে ১৬৫.৫৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার জল সংগ্রহ রয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১০৪.৩০% এবং গত ১০ বছরের গড়ের তুলনায় ১১৬.৯৫% বেশি।
এছাড়া, জানানো হয়েছে যে, দেশের কিছু অঞ্চলে খরিফ ফসলের কাটিং শুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত খরিফ অঞ্চলের প্রায় ২৭ ফসল কাটা হয়েছে। একই সঙ্গে, কিছু এলাকায় রবি ফসলের বীজ বুননও শুরু হয়েছে, যদিও এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দেশের পেঁয়াজ, আলু ও টমেটোর ফসলের অবস্থা ভালো এবং চাল-গমের স্টকও বর্তমানে নিরাপদে রয়েছে, যা বাফার স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।

# চক্রবাত "মন্থা" আন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাডা উপকূলে পৌঁছেছে, তীব্র বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের আশঙ্কা

কাকিনাডা, ২৯ অক্টোবর : চক্রবাত 'মন্থা' আজ বুধবার সকাল থেকে আন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাডা শহরের উপকূলে পৌঁছেছে, যার ফলে তটবর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত এবং তীব্র বাতাস বইতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই চক্রবাত মৎস্যপট্টনম এবং কোলিংপট্টনমের মধ্যে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে উপকূলে আঘাত হেনেছে।
আবহাওয়া দফতরের কর্মকর্তা অনুযায়ী, 'মোন্থা' চক্রবাতের কারণে কৃষ্ণা এবং মৎস্যপট্টনম জেলার বেশ কিছু অংশে বজ্রপাত এবং বৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে গাছপালা উপড়ে পড়ছে এবং সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে। আল্লুরি জেলার একটি গাছ উপড়ে পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন, যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এছাড়া, প্রভাবিত এলাকায় গাছপালা সরানোর এবং বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলগুলি নিয়োজিত করা হয়েছে। সোমবার থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসা এই ভয়াবহ চক্রবাত কিছুটা দুর্বল হলেও, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে যে, মোন্থার প্রভাবে আগামী ছয়দিন ধরে তামিলনাড়ুতে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।
বুধবার সকালে আবহাওয়া বুলেটিনে সতর্কতা জারি করা হয়েছে যে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কন্যাকুমারির উপকূলীয় অঞ্চলে ৪৫ থেকে ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে তীব্র বাতাস বইতে পারে, যা কখনো কখনো ৬৫ কিমি প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছাতে পারে।
মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে না যেতে। চেন্নাইয়ে, আকাশ মেঘলা থাকবে এবং কিছু এলাকায় মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। গ্রেটার চেন্নাই কর্পোরেশন এবং তামিলনাড়ু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের কারণে সমস্ত জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে সতর্ক অবস্থায় রেখেছে।
তামিলনাড়ু প্রশাসন নদী ও জলাশয়ে পানির স্তরের উপর নজর রাখতে এবং নিচু এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে।আন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে 'মোন্থা' চক্রবাতের প্রভাবে তেলেঙ্গানার বেশ কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারী বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে গিয়েছে এবং কিছু সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে, খাম্মাম, ওয়ারাঙ্গল, মহবুবাবাদ, সূর্যাপেট এবং অন্যান্য জেলা স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। নগরকুরনুল জেলায় বেশ কিছু গ্রাম সড়কপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নদী, নালা এবং পুকুরের পানির স্তর বাড়ায় সড়কগুলি জলমগ্ন হয়ে গেছে, যার ফলে গ্রামগুলিতে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে।
নালকোন্ডা জেলার পোলিচেরলা গ্রামে বৃষ্টির পানি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনে ঢুকে পড়ায় পেদ্দাপুরম মণ্ডলের বেশ কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। পেদ্দাপল্লী জেলার সুলতানাবাদ মণ্ডলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে ধান পণ্য নষ্ট হয়ে গেছে।
তেলেঙ্গানা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটির মতে, নগরকুরনুল জেলার উপ্পু মুন্থালা গ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ২০.৮ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। একই জেলার আমরাবাদ গ্রামে ১৯.৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজধানী হায়দরাবাদে গত রাত থেকেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি চলতে থাকে। সড়কপথে পানি জমে যাওয়ার কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, হায়দরাবাদ এবং আশপাশের এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অথবা বজ্রপাত সহ তীব্র বৃষ্টিপাত হতে পারে। কিছু এলাকায় বৃষ্টি আরও তীব্র হতে পারে। সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে তীব্র বাতাসও চলতে পারে। সকাল এবং রাতের দিকে কুয়াশা হতে পারে, যা যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন।
আইএমডি হায়দরাবাদ, খাম্মাম, ওয়ারাঙ্গল, মেদচাল মালকাজগিরি, মহবুবাবাদ, মহবুবনগর, নগরকুরনুল, নালকোন্ডা, নারায়ণপেট, রঙ্গারেড্ডি, সূর্যাপেট, বিক্রাবাদ, ওয়ানপারথী, এবং অন্যান্য জেলা গুলিতে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে।

# বিকশিত ভারত ২০৪৭ এ লক্ষ্য রেখে অগ্রগতির পথে অ্যামওয়ে

**আগরতলা।।** দেশে উৎপাদন যাত্রার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অ্যামওয়ে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ও সি.ই.ও মাইকেল নেলসন ঘোষণা করেছেন, অ্যামওয়ে কোম্পানি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতে ১০০ কোটি টাকা (মার্কিন ডলার ১২ মিলিয়ন) বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে অ্যামওয়ে বিজনেস ওনার/বিতরণকারীদের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা, কোম্পানির শাখার উপস্থিতি মজবুত ও সম্প্রসারিত করা এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।মিঃ মাইকেল নেলসন, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, অ্যামওয়ে বলেন, "ভারত অবস্থান করছে অ্যামওয়ের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির হৃদকেন্দ্রে। ডিজিটালভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠী, উদ্যমী তরুণ কর্মশক্তি এবং দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিএই সব মিলিয়ে ভারত এক বিশাল সম্ভাবনার শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অ্যামওয়ের জন্য ভারত এক রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। কোম্পানির মূল অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী করা, পরিবর্তনশীল উপভোক্তা প্রয়োজন মেটাতে পণ্য উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করা, এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিতরণকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও গভীর করা। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামগ্রিক সুস্থতার ওপর বাড়তে থাকা মনোযোগের সঙ্গে, ভারত বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির একটি মূল চালক হয়ে উঠতে যাচ্ছে। দেশের উজ্জ্বলতা, বৈচিত্র্য, উদ্যম এবং উদ্যোক্তা মনোভাব সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যামওয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সুস্থতার মাধ্যমে মানুষের জীবন আরও উন্নত করার লক্ষ্য। ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ বিতরণকারী এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করার দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি বিতরণকারীদের ক্ষমতায়িত করতেও মনোনিবেশ করবে, যেখানে পণ্য জ্ঞান, মান নিশ্চিতকরণ মানদণ্ড এবং সার্টিফিকেশন সম্পর্কিত সুসংগঠিত প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগকে শক্তিশালী করা এবং উদ্যোক্তাদের সফলতা সমর্থন করা হবে।অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রাজনীশ চোপড়া বলেন, "যেহেতু ভারত 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা আমাদের স্থানীয় উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করে এবং মানুষ ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় অবদান রাখতে পেরে গর্বিত।" আমরা দেশের অগ্রগতি, আত্মনির্ভরতা এবং আরও সুস্থ ও ক্ষমতায়িত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করার লক্ষ্য রাখছি।"দীর্ঘ ২৭ বছরেরও বেশি সময় এবং উৎপাদনে এক দশকের উৎকর্ষতার সঙ্গে ভারতে, অ্যামওয়ে স্থানীয় উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। উদ্যোগ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে, কোম্পানির লক্ষ্য হলো আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনকে গতিশীল করা এবং সম্প্রদায় জুড়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে উন্নত করা। স্থানীয় উৎপাদনের এক দশক পূর্তির অঙ্গীকার হিসেবে, তামিলনাড়ুর অ্যামওয়ের অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান "মেক ইন ভারত" উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা ভারতের জন্য, ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী নির্মাণের প্রতি অ্যামওয়ের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে।

# গোয়ায় ভোটার তালিকার বিশেষ গভীর পর্যালোচনা শুরু, নতুন তালিকা তৈরি ২০২৬ সালে

পানাজি, ২৯ অক্টোবর : ভারত নির্বাচন কমিশন গোয়ায় ভোটার তালিকার বিশেষ গভীর পর্যালোচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘোষণা করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়া ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে, যার মধ্যে প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের অফিসের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি কার্যক্রম চলবে, এরপর ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গণনা হবে। বুথ স্তরের কর্মকর্তারা (বিএলও) প্রতিটি বাড়িতে যাবেন এবং নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবেন। ৯ ডিসেম্বর ড্রাফ ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, ভোটাররা তাদের নামের ভুল সংশোধনের জন্য ৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।কমিশন জানিয়েছে, নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি এবং পুরনো নামগুলির সংশোধন করার জন্য ফর্ম ৬ বা ৮ পূরণের পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত ঘোষণা পত্র জমা দেওয়া আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া সঠিক ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে সাহায্য করবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো ভুল বা অনিয়ম না হয়। এছাড়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সোমবার জানিয়েছেন যে, বিশেষ গভীর পর্যালোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

# ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচির মধ্যে ফোনালাপ

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : নতুন জাপানি প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে এই পদে বসার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং দু"দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স প্ল্যাটফর্মে এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট শেয়ার করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচির সাথে উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমি তাকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছি এবং ভারত-জাপান বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আমাদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা একমত হয়েছি যে, বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারত-জাপান সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'
এছাড়া, সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ট্রাম্প বর্তমানে এশিয়া সফরে রয়েছেন, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি জাপানের টোকিওতে পৌঁছেছেন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 'রেয়ার আর্থ মিনারেলস' সরবরাহ নিয়ে একটি চুক্তি। এই চুক্তি মূলত চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে করা হয়েছে।
জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক জাপানি প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। জাপানি সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প জাপানের নিরাপত্তা উপকরণ কেনার প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেছেন এবং তাকাইচি তাকে 'অভূতপূর্ব' শীর্ষ নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, তিনি ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছেন।
তবে, সানো তাকাইচির রাজনৈতিক অবস্থান এখনো নীচের কক্ষের মধ্যে বেশ কিছু ভোট কম, এবং আশা করা হচ্ছে যে, এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো তার রাজনৈতিক শক্তিকে আরো সুদৃঢ় করবে।

# দূরসঞ্চার মন্ত্রক মেশিন-টু-মেশিন সিম মালিকানা হস্তান্তরের জন্য নতুন ফ্রেমওয়ার্ক জারি করেছে

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : দূরসঞ্চার মন্ত্রকের অধীনস্থ দূরসঞ্চার বিভাগ মেশিন-টু-মেশিন সিম মালিকানা হস্তান্তরের জন্য একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক জারি করেছে। এই নতুন কাঠামোটি একটি সেবা প্রদানকারী থেকে অন্য সেবা প্রদানকারীকে সিম ট্রান্সফার করার প্রক্রিয়া পরিষ্কার করবে।
এখন পর্যন্ত, মেশিন-টু-মেশিন সিমের মালিকানা পরিবর্তন সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছিল না, যার ফলে মালিকানা পরিবর্তনের সময় গ্রাহকদের সেবা ব্যাহত হতো। নতুন ফ্রেমওয়ার্ক এই সমস্যার সমাধান করবে এবং সিম মালিকানা হস্তান্তরটি বাধাহীনভাবে এবং সেবা বিঘ্নিত না হওয়ার নিশ্চিত করবে।
নতুন প্রক্রিয়া অনুযায়ী, মেশিন-টু-মেশিন সেবা গ্রাহক বা কোনো তৃতীয় পক্ষ বর্তমান সেবা প্রদানকারীকে লিখিতভাবে সিম ট্রান্সফারের আবেদন জানাবে এবং নতুন সেবা প্রদানকারীর তথ্য শেয়ার করবে। আবেদন পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে, যদি কোনো বকেয়া অর্থ না থাকে, তবে বর্তমান সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট এক্সেস সেবা প্রদানকারী কে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রদান করবে। এরপর নতুন সেবা প্রদানকারী একটি অ্যান্ডারটেকিং (ঘোষণা) দেবে, যে তারা সমস্ত দায়িত্ব, দেনাদারি এবং কেওয়াইসি মানদণ্ড পূর্ণরূপে পালন করবে।
এএসপি ট্রান্সফার আবেদন, এনওসি এবং অ্যান্ডারটেকিং যাচাই করবে। সফল যাচাইয়ের পর, তারা আবার কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে এবং নতুন মালিকের নাম রেকর্ডে আপডেট করবে। পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো গ্রাহকের সেবা ব্যাহত হবে না, কারণ প্রতিটি এম২এম সিম সর্বদা কোনো না কোনো অনুমোদিত সেবা প্রদানকারীর সাথে যুক্ত থাকবে।এই সম্পর্কিত পূর্ণ অফিস মেমোরেন্ডাম এবং প্রয়োজনীয় ফর্ম (ইউজার রিকোয়েস্ট, এনওসি এবং অ্যান্ডারটেকিং) দূরসঞ্চার বিভাগের ওয়েবসাইট https://dot.gov.inùall.circularsÚtid=3197 উপলব্ধ।সরকারের এই নতুন ফ্রেমওয়ার্ক এম২এম এবং আইওটি সেবাগুলিকে আরও বিশ্বস্ত, নমনীয় এবং ভবিষ্যত-প্রবণ করে তুলবে। এটি গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সেবা প্রদানকারীদের কার্যক্রমে স্বাধীনতা প্রদান করবে।

# 'তুমি বললে নাচবে' - বিহারে মোদীকে তীব্র আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

পাটনা, ২৯ অক্টোবর : বিহার নির্বাচন প্রচার শুরু করতে গিয়ে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে এক তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর এই মন্তব্য বিহারে নির্বাচনী মৌসুমে একটি তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
মুজফফরপুরে একটি যৌথ র‍্যালিতে, যেখানে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও উপস্থিত ছিলেন, রাহুল গান্ধী মোদীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'যদি তুমি নরেন্দ্র মোদিকে ভোটের বিনিময়ে নাচতে বলো, তবে তিনি মঞ্চে নাচবেন।'এক সপ্তাহ পরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন, আর তার আগে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নীতীশ কুমারকে চরমভাবে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তিনি চতুর্থ পুরাণ উৎসবের সময় দিল্লির যমুনায় পূণ্যস্নান করার উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'মোদি সাহেব সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব পুলে। তাঁর যমুনার সাথে কিছুই সম্পর্ক নেই। চতুর্থ পুরাণের সাথে কিছুই সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু ভোট চান।'নীতীশ কুমারের সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেন, 'নীতীশ জি বিহারের পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য কিছুই করেননি, অথচ বিহারের শাসনভার ২০ বছর ধরে তাঁর হাতে। বিজেপি তাঁদের মুখ ব্যবহার করে বিহারকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি' করার অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বিজেপি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কোথাও না কোথাও ভোট চুরি করেছে, তারা বিহারে আবার এই চেষ্টা করবে।'বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়া এবং ৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ার প্রসঙ্গে, রাহুল গান্ধী ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান এবং মহাজোট-কে সমর্থন দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করব, যেখানে প্রতিটি শ্রেণি, জাতি, ধর্মের মানুষের আওয়াজ শোনা যাবে।'অর্থনৈতিক বিষয়ে মোদী সরকারের সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেন, 'নোটবন্দি এবং জিএসটি এর মাধ্যমে ছোট ব্যবসাগুলো ধ্বংস করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'তোমার ফোনের পিছনে কী লেখা আছে? ''মেড ইন চায়না'। আমরা বলি, ''মেড ইন বিহার'' হওয়া উচিত। মোবাইল, শার্ট, প্যান্ট সব কিছু বিহারে তৈরি হোক, যাতে যুবকদের কাজের সুযোগ মেলে।'বিহারকে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, 'আগের ইউপিএ সরকারের উদ্যোগে নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, আমরা বিহারকে বিশ্বের শিক্ষা কেন্দ্র বানাবো।' বিহারের ২৪৩ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভা নির্বাচন ৬ ও ১১ নভেম্বর দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হবে, এবং ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।



বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আদিবাসী কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## প্যাশন ফলের উপকারিতা

প্যাশন ফলে আছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ভেতর আলাদাভাবে বলতে হয় নায়াসিন, রিবোফ্লাভিন এবং ফোলেটের কথা। এতে আরও আছে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম এবং খানিকটা আয়রন। প্যাশন ফলে অনেকটা আঁশ থাকায় ওজন কমাতে সহায়ক।

প্যাশন ফলে থাকা প্রতিটি উপাদানই সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এতে থাকা অ্যান্টি --- অক্সিডেন্ট উপাদানগুলো দেহের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে, প্রদাহ কমাতে, দেহকে ভেতর থেকে সতেজ রাখতে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে উপকারী এই ফল। হৃৎপিণ্ড, চোখ, পেশি এবং স্নায়ু ভালো রাখতেও প্যাশন ফল খেতে পারেন। দেহে স্বাভাবিকভাবে রক্ত তৈরিতে, ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে প্যাশন ফল। এ ধরনের ফল খেলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা স্বাভাবিক থাকে, বলিরেখা কম হয়।

ফলটি সহজে হজম হয়।

তাই এই ফল খেলে অ্যাসিডিটির ঝুঁকি নেই। প্যাশন ফলে থাকা আঁশ আমাদের অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়াদের জন্য পুষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই পরোক্ষভাবে পেটের সুস্থতায়ও ভূমিকা রাখে এই ফল। প্যাশন ফল পুষ্টিকর, তবে দেশে এর দাম অনেক। এ ছাড়া দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা হলে এই ফল উৎপাদনের বহুদিন পর আমাদের হাতে পৌঁছাবে। এই দীর্ঘ সময়ে ফলটির পুষ্টি উপাদান কিছুটা কমেও যেতে পারে। অন্যদিকে নানা রকম দেশি ফল থেকে আপনি এসব পুষ্টি উপাদান পেতে পারেন খুব ভালোভাবে। কাজেই পুষ্টি উপাদান পেতে প্যাশন ফল যে খুব জরুরি, তা কিন্তু নয়। বরং কেবল স্বাদের বৈচিত্র্য আনতে মাঝেমধ্যে এই ফল খাওয়া যেতে পারে। যেভাবে খেতে পারেন প্যাশন ফল প্যাশন ফল বীজসহই খাওয়া যায়। কেউ সরাসরি খান এই ফল, কেউ খান দুধে মিশিয়ে। স্মুদিও তৈরি করা যায় প্যাশন ফল দিয়ে। টক দইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে একটা ফলাহারও করা যেতে পারে। তবে ডায়াবেটিস এবং কিডনির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এই ফল পুরোপুরি নিরাপদ না-ও হতে পারে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া তাঁদের এ ধরনের ফল খাওয়া উচিত নয়।

## চুল দ্রুত বড় করার ৯টি উপায়

চুল ঘন, মজবুত ও বড় করতে বেশ ধৈর্য্য দরকার নিঃসন্দেহে। তবে কিছু উপায় মানলে তুলনামূলকভাবে দ্রুত বড় করা সম্ভব। গড়ে আমাদের চুল মাসে প্রায় আধা ইঞ্চি করে বাড়ে। অর্থাৎ বছরে প্রায় ছয় ইঞ্চি।

তবে ব্যক্তিভেদে এর কমবেশি হতে পারে। অন্যদিকে গবেষণা অনুসারে, আমরা প্রতিদিন ৫০-১০০টি চুল হারিয়ে ফেলি। তাই নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন, চুলের বৃদ্ধি করুন দ্রুততর।

নিয়মিত চুলের আগা ছাঁটুন

নিয়মিত চুল ছাঁটাই আপনার চুলের সুস্থ-স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চুল ছাটলে ডগা ফাটার সমস্যা থাকবে না। চুল ভেঙে যাওয়ার সমস্যা গোড়ার দিকে ছড়িয়ে পড়বে না।

চুলের ডগা ফাটা বা ভেঙে যাওয়া মানেই চুল শ্রীহীন হয়ে পড়া এবং চুলের ঘনত্ব কমে যাওয়া। কোঁকড়ানো, ক্ষতিগ্রস্ত চুলের আগা ছেটে দিলে চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও ঝরঝরে হবে। চুল বাড়বে দ্রুত।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খান

সুন্দর চুলের গঠন শুরু হয় শরীরের ভেতর থেকে। তাই চুল মজবুত করতে প্রতিদিন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন ডিম, তেলযুক্ত মাছ, শিম, বরবটি, বাদাম, গোটা শস্য, মুরগির মাংস ইত্যাদি। আপনার প্রতিটি চুলই কেরাটিন দিয়ে তৈরি। কেরাটিন মূলত কঠিন ধরনের প্রোটিন, যা আপনার নখ ও ত্বক তৈরির উপাদান। যদি আপনি প্রোটিন কম খান, তাহলে শরীর আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে প্রোটিন শোষণ করবে। আপনার চুল হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন

প্রোটিন নেওয়ার পরিমাণ বাড়াতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে মাল্টিভিটামিন নিতে পারেন। এমন ভিটামিন বেছে নিতে পারেন, যেটি বিশেষভাবে ত্বক, নখ ও চুলের জন্য উপকারী। চুলের বৃদ্ধি ও চুল পড়া রোধে এসব ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদান বিশেষভাবে জরুরি ভিটামিন এভিটামিন সি ভিটামিন ই জিংক

চুলের বৃদ্ধির জন্য সেরাম ব্যবহার করুন ভালো মানের হেয়ার সেরাম চুলের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। চুল ঘন ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে।

প্রতি সপ্তাহে হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন প্রতি সপ্তাহে হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করলে চুলে জট বাঁধে না, চুলের পানির চাহিদা পূরণ করে, চুল রুক্ষ হয় না। হেয়ার মাস্ক লাগিয়ে একটি কুসুম গরম তোয়ালে দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য চুল মুড়িয়ে রাখুন।

ধোয়ার পর চুলের যত্ন নিন

ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে নাজুক থাকে। চুল ভেজা থাকলে কোনো স্টাইল করার আগে অবশ্যই শুকিয়ে নেবেন। নরম তোয়ালে দিয়ে চুল আলতো করে মুছে শুকিয়ে নিন। ঘষবেন না বা টানবেন না। চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ধীরে ধীরে আঁচড়ে নিন।

চুলের জটে চিরুনি আটকে গেলে টানাটানি করবেন না। তাৎক্ষণিকভাবে চুলের জট ছাড়াতে এবং ভঙ্গুর চুলের গুচ্ছকে সুরক্ষিত রাখতে চুল ধোয়ার পর লিভ-ইন কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত তাপ থেকে চুলকে রক্ষা করুন চুলের স্টাইল করার জন্য অনেকেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। যন্ত্রগুলো ব্যবহার করার সময় সেসবের তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা উত্তম। চুলকে তাপ থেকে বাঁচাতে হিট প্রটেকশন স্প্রে ব্যবহার করুন। ব্লো ড্রাই করার সময় চুল ৮০ শতাংশ ড্রাই করা হয়ে গেলেই ড্রায়ার বন্ধ করে দিন। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে চুলের বাকিটুকু বাতাসে শুকিয়ে নিন। অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকেও চুলকে রক্ষা করুন অতিরিক্ত গরম ও অতিরিক্ত ঠান্ডাদুই-ই চুলের জন্য ক্ষতিকর। প্রচণ্ড সূর্যের আলো বা তীব্র ঠান্ডায় হ্যাট ব্যবহার করতে পারেন। বেশি বাতাসে বের হলে চুল পেছনে টেনে বেণি কিংবা খোঁপা বেঁধে নিন। এতে চুল এলোমেলো হবে না। চুলে জট লাগবে না।

রাতে চুল আঁচড়ান

অতিরিক্ত আঁচড়ালে চুল দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু ঘুমের আগে চুলগুলো একটু আঁচড়ে নিলে মাথায় স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন তেল চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। এতে চুল জলশূন্য হওয়া থেকে রক্ষা পায়। মাথায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ে।

এতে ঘুমানোর সময় চুলে জট লেগে যায় না। ঘুমানোর সময় সিল্কের তৈরি বালিশের কভার ও হেয়ার র‍্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। সুতি ও পলিয়েস্টারের তুলনায় সিল্ক চুলের প্রতি বেশি কোমল। চুল ভেঙে যাওয়া রোধে সিল্ক বেশ সহায়ক।

## সতেজ ত্বক ও ঝলমলে চুল পেতে যেসব ফল খাবেন

সুস্থ থাকতে রোজ ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা। ফলমূল শুধু শরীরকে ভেতর থেকেই সুস্থ রাখে না, ত্বক ও চুলের স্বাভাবিক সতেজতা ধরে রাখতেও রোজ ফলমূল খাওয়া চাই। তবে পুষ্টিগুণ বিচারে দেশি ফলগুলো থেকেই উপকার মেলে সবচেয়ে বেশি। ত্বক বা চুলের সৌন্দর্যে প্যাক তৈরির মতো নানা কাজেও ব্যবহার করা যায় নানা ধরনের ফল।

টাটকা অবস্থায় যেকোনো ফল খাওয়া হলে পুষ্টি উপাদানগুলো পাবেন ঠিকঠাকপোশাক: সাফিয়া সাথী, ব্যাকগ্রাউন্ড পরিকল্পনা: সায়মুল করিম (এস কে ইভেন্ট) টাটকা অবস্থায় যেকোনো ফল খাওয়া হলে পুষ্টি উপাদানগুলো পাবেন ঠিকঠাক। অন্যদিকে গাছ থেকে সংগ্রহ করার বহুদিন পর কোনো ফল খাওয়া হলে সব পুষ্টিগুণ পাওয়া যায় না। বেশ কিছুটা কমে যায় এর গুণ।

যেসব ফল দেশের বাইরে থেকে আনা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে বেশি। এসব ফল সংরক্ষণের জন্য প্রিজারভেটিভও দেওয়া হয়। অথচ বেশি দাম দিয়ে অনেকেই এসব ফল কেনেন। নানা ধরনের ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে বলছিলেন টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের অনেকে ফল খেতে পছন্দ করেন না। তবে ফলের বৈচিত্র্যময় সম্ভারে রসনার তৃপ্তি মিলবে। টক স্বাদের নানা মৌসুমি ফল থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। রঙিন ফল থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন এ। সুস্থ ত্বক ও চুলের জন্য রোজ অন্তত একধরনের টক ফল এবং একধরনের রঙিন ফল খেতেই হবে। তবে মনে রাখবেন, তাপে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই আচার বা চাটনিজাতীয় পদ থেকে ভিটামিন সি পাবেন না। আম, জাম, কাঁঠাল, আতা, আমড়া, জাম্বুরা, লটকন, আমলকী, বেল, কতবেল, কলা, সবুজ মাল্টা, কমলা, ডালিম, পানিফল, লেবু, করমচা, ডাবদেশি ফলের তালিকাটা বিশাল। যখন যেটার মৌসুম, তখন সেটাই বেছে নিন। ড্রাগন ফলও এখন দেশে চাষ হচ্ছে।

## পেঁয়াজের তেলে কি আসলেই চুল গজায়

পেঁয়াজের তেলে থাকা নির্দিষ্ট কিছু এনজাইম অকালে চুল পাকা রোধ করে।

পেঁয়াজের উপকারিতা শুধু খাবারেই সীমাবদ্ধ নয়, চুলের জন্যও এটি ভালো প্রাকৃতিক সমাধান। চুলের গোড়া মজবুত করতে, নতুন চুল গজাতে এবং চুলের সামগ্রিক সৌন্দর্য বাড়াতে পেঁয়াজের তেল বেশ ভালো কাজ করে। পেঁয়াজের তেলে রয়েছে প্রচুর সালফার, যেটা চুলের গঠনকে দৃঢ় করে এবং ভাঙা, ডগা ফাটা ও পাতলা হয়ে যাওয়া রোধ করে। পেঁয়াজের তেলে থাকা নির্দিষ্ট কিছু এনজাইম অকালে চুল পাকাকে ধীর করে। পেঁয়াজের তেলে একধরনের ঝাঁজ থাকে। এটি মাথার ত্বককে জীবাণুমুক্ত করে। সোরিয়াসিস আর খুশকি থাকলে সেটাও দূর করে। ভিটামিন সি, ফলেট (ভিটামিন বি৯), ভিটামিন বি৬, পটাশিয়ামসহ নানা পুষ্টি আছে পেঁয়াজে। পেঁয়াজের তেলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মাথার ত্বক সুস্থ রাখে, খুশকি কমাতে সাহায্য করে এবং নতুন চুলও গজায়। প্রাকৃতিক তেল নেবেন কতটা পেঁয়াজের রস সব সময় তেলের সঙ্গে ব্যবহার করাই ভালো। পেঁয়াজের রস ও তেল সব সময় ১: ২ অনুপাতে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ পেঁয়াজের রস যদি ১ কাপ নেওয়া হয়, তাহলে তেল নিতে হবে দুই কাপ। এখানে তেলের বিষয়েও একটি কথা আছে। অনেক পেঁয়াজের তেলে তিলের তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল ও ক্যাস্টর অয়েলের মতো উপকারী উপাদান থাকে, যেগুলো চুলের স্বাস্থ্যে আলাদা অবদান রাখে। অনেকে আবার নানা ধরনের তেলের মিশ্রণে একটি তেল বানাতে চান। সে ক্ষেত্রে সব ধরনের তেল নিয়ে বানানো তেলটির মিশ্রণও হবে ওই একই অনুপাতে। তবে নানা ধরনের তেল যখন বানাবেন, সেখানেও পরিমাপের নিয়মটি মানতে হবে। নারকেল তেলকে মূল তেল হিসেবে রাখার পরামর্শ দিলেন শারমিন কচি। কারণ, এটি হালকা। নিতে পারেন এক কাপ। এরপর জলপাই তেল বা বাদাম তেলের ভেতরে যেকোনো একটি বেছে নিন। কারণ, এই দুটি তেলই ঘন। মাপ হবে আধা কাপ। কালিজিরা তেল বা তিসির তেল অথবা তিলের তেল থেকে বেছে নিতে পারেন একটি। কারণ, এই তিনটিই ভারী। মাপ হবে সিকি কাপ। এই মাপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। না হলে পরে সমস্যা হতে পারে। কারণ, এই তিনটি তেলই সহায়ক তেল হিসেবে ভালো ভূমিকা পালন করে। মূল তেল হিসেবে নয়।

মাথার ত্বক থেকে জীবাণু চলে গেলে পোরস পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন চুল গজাতে শুরু করে। আরেকটু কার্যকর করতে ভিটামিন ই আর কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট বা ক্যাপসুল মেশাতে পারেন পেঁয়াজের তেলে। খেয়াল রাখবেন, গরম তেলে বা ফ্রিজ থেকে বের করা ঠান্ডা তেলে কখনোই এই ক্যাপসুল মেশানো যাবে না। তেল যখন ঘরের তাপমাত্রায় থাকবে, তখনই মেশাতে পারবেন। চুলের গোড়া থেকে তেল লাগানো শুরু করুন। এরপর একদম আগা পর্যন্ত লাগান। এতে করে চুল ভেঙে যাওয়ার সমস্যাও কমে যাবে। চুল মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়ার সমস্যা বেশি থাকলে ২টি কোলাজেন ক্যাপসুল ব্যবহার করুন।

## অতিরিক্ত প্রোটিন খেলে কী সমস্যা হয়

আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকলেই প্রোটিন নিয়ে নানা আলোচনা চোখে পড়ে। অনেকেই বেশি বেশি প্রোটিন খাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রোটিন শেক বা সাপ্লিমেন্টের বিজ্ঞাপনও দেখা যায় সর্বত্র। এমনকি অনেক খাদ্য প্রস্তুতকারকও তাদের পণ্যে 'হাই প্রোটিন' লেবেল লাগিয়ে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত প্রোটিন কি সত্যিই আমাদের কোনো উপকারে আসে? কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণীজ উৎস থেকে অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে। প্রাণীজ প্রোটিনের অনেক উৎসে প্রচুর স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে, এ ধরনের ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকিও বাড়ায়ছবি: পেক্সেলস

আমাদের কতটা প্রোটিন প্রয়োজন

প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি আমাদের পেশি গঠন এবং এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে সহায়ক। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রোটিন আমাদের শক্তি জোগায়।

অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতিদিন তাঁর প্রতি কেজি ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৮৪ গ্রাম প্রোটিন খেতে হয়।

নারীদের জন্য এই পরিমাণ প্রতি কেজি ওজনের জন্য শূন্য দশমিক ৭৫ গ্রাম। অর্থাৎ ৯০ কেজি ওজনের একজন পুরুষের দৈনিক প্রায় ৭৬ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। আর ৭০ কেজি ওজনের একজন নারীর প্রয়োজন প্রায় ৫৩ গ্রাম।

বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাঁদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই এই পরিমাণ প্রোটিন পেয়ে যান। তবে যাঁরা ভারোত্তোলন বা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং করে পেশি বানাতে চান, তাঁদের জন্য প্রোটিনের চাহিদা কিছুটা বেশি। তাঁরা প্রতিদিন প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১ দশমিক ৬ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন খেতে পারেন। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, এর চেয়ে বেশি প্রোটিন খেলে পেশি গঠনে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা মেলে না।

অতিরিক্ত প্রোটিন খেলে কী হয়

অনেকে ভাবেন, অতিরিক্ত প্রোটিন খেলেও তা হয়তো শরীর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরেই থেকে যায় এবং এর কিছু প্রভাব শরীরে পড়ে।

আমরা যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্যালরি গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীর সেই অতিরিক্ত অংশকে চর্বি হিসেবে জমা রাখে। এর ফলে

ওজন বাড়তে পারে।

যাঁদের কিডনির দীর্ঘমেয়াদি রোগ আছে, তাঁদের জন্য অতিরিক্ত প্রোটিন হতে পারে খুব ক্ষতিকর।

কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া 'প্রোটিন পয়জনিং' নামে একটি বিরল, কিন্তু মারাত্মক পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি প্রচুর প্রোটিন খান, কিন্তু পর্যাপ্ত ফ্যাট বা কার্বোহাইড্রেট খান না, তখনই এটি ঘটে।

প্রোটিনের উৎস বেশি গুরুত্বপূর্ণ

আপনি কত গ্রাম প্রোটিন খাচ্ছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এর উৎস কী। প্রোটিনের উৎস মূলত দুই ধরনেরপ্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ। ডিম, দুধ, মাংস বা মাছ হলো প্রাণীজ প্রোটিন। কারণ, এসব প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। আর ডাল, মটরশুঁটির মতো বিভিন্ন শস্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

প্রাণীজ প্রোটিনের ঝুঁকি

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণীজ উৎস থেকে অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে।

বিশেষ করে ক্যানসারে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে।

পাশাপাশি টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়ায়। প্রাণীজ প্রোটিনের অনেক উৎসে প্রচুর স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। এ ধরনের ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকিও বাড়ায়।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সুবিধা

ক্যানসার ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার বা খাদ্য—আঁশও পাওয়া যায়, যা আমাদের অন্ত্র সুস্থ রাখে।

সুতরাং শুধু প্রোটিনের পরিমাণের কথা না ভেবে এর উৎসে বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ প্রোটিনের মধ্যেই ভারসাম্য রাখা উচিত। প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটএই তিন উপাদান মিলেই আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন ও খনিজের পাশাপাশি এসবেরও সঠিক অনুপাত প্রয়োজন।

## তেল নাকি লোশন, শিশুর জন্য কোনটা ভালো

অনেকেই দ্বিধায় থাকেন শিশুর গায়ে তেল নাকি লোশন মাখবে।

শীতকালে শিশুর যত্নে একটু বেশি মনোযোগ দিতে হয়। এ সময় আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে পড়ে, তাই সবাই ত্বক আর্দ্র রাখতে চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে অনেকেই দ্বিধায় থাকেন, শিশুকে তাহলে তেল মাখানো উচিত নাকি লোশন? শিশুকে ম্যাসাজ করা যাবে কি না। শিশুর শরীরে তেল বা লোশনদুটিই ব্যবহার করা যাবে। তবে যেটা শিশুর জন্য আরামদায়ক, সেটাই বেছে নিতে হবে।

তেলের লাভ-ক্ষতি শীতে শিশুর মালিশে নারকেল তেলও ব্যবহার করতে পারেন। নারকেল তেলে আছে অ্যান্টি মাই ক্রোবায়াল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিভাইরাল উপাদান, যা ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। আবার শিশুর ত্বক যদি শুষ্ক থাকে, তাহলে নারকেল তেলের সঙ্গে শিয়া বাটার মিশিয়ে শিশুর মালিশে ব্যবহার করতে পারেন। শিয়া বাটার ত্বক আর্দ্র করে। বাজারে অনেক ধরনের ম্যাসাজ অয়েল পাওয়া যায়। ব্যবহারের আগে এসব তেলে কী কী উপাদান আছে, তা দেখে নিতে হবে। সুগন্ধি ঘন তেল শিশুর ত্বকে অ্যালার্জি, জ্বালাপোড়া বা ফুসকুড়ি সৃষ্টি করতে পারে। তবে শিশুর ত্বকের জন্য তাদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত পাতলা ও প্রাকৃতিক তেল ব্যবহার করা ভালো। শিশুর ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলো থেকে রেহাই পেতে শর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন। শর্ষের তেল শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, শরীর উষ্ণ রাখে, শিশুর ঠান্ডা লাগার শঙ্কা থাকে না। বিশেষ করে শরীরে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। শর্ষের তেলের মধ্যে কয়েকটি রসুনের কোয়া দিয়ে গরম করে নিলে সেটা ঠান্ডা করে শিশুর বুকে মালিশ করলে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই তেলে অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে, ফলে ত্বকে সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। তেল ফুটিয়ে নিলে অনেকটা মসৃণ হয়, ঘনত্ব কমে যায়। তবে ব্যবহারের আগে অবশ্যই তেল পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিতে হবে।

লোশন কোনটা লোশনের উপকরণ দেখে তারপর সেটা কিনতে হবে।

মডেল: রাবু ও আভানছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

শিশুর ত্বকে লোশনও ব্যবহার করতে পারেন। তবে দেখতে হবে লোশনটা শিশুর ত্বকের উপযোগী কি না। লোশনের ঘনত্ব যেন বেশি না হয়। বেশি ঘন লোশনে শরীরে ধুলাবালু বেশি জমে। বাজারে শিশুর জন্য যেসব লোশন আছে, সেসব দেখে যাচাই করে কিনতে হবে।

কীভাবে মালিশ করবেন শিশুর পোশাক খুলে নরম কাপড় বিছিয়ে তার ওপর শিশুকে শুইয়ে দিন। হাতের তালুতে সামান্য তেল নিয়ে কানের লতিতে দিন। এরপর আস্তে আস্তে পা থেকে ধীরে ধীরে মালিশ শুরু করুন। হাতের তালুতে অল্প একটু তেল নিয়ে শিশুর পায়ের তলায় আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মালিশ করুন। পায়ের গোড়ালি থেকে আঙুল পর্যন্ত হালকা হাতে তেল দিন। এবার ধীরে ধীরে পায়ের ওপরের দিকে উঠুন। পুরো শরীরেই তেল লাগিয়ে আলতো করে ঘষে ঘষে মালিশ করে বুক ও পেটে আঙুল ঘুরিয়ে মালিশ করুন। মালিশ করার সময় তাড়াহুড়া করা যাবে না। দ্বিতীয়বার মালিশের সময় পা থেকে শুরু না করে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত যান।

সাত দফা দাবিতে জেলাশাসকের নিকট গণডেপুটেশন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের। ছবি নিজস্ব।

# বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সিআএএ-র আশঙ্কায় বেঙ্গল

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ও কলকাতা পৌরসভা চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আসন্ন বিশেষ তদারকি সংশোধন প্রক্রিয়াকে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন-এর সাথে যুক্ত করার একটি চক্রান্ত চলছে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'যদি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন সিআএএ-কে একসাথে চাপিয়ে দিতে চায়, আমি তাদের পা ভেঙে দেব।' তিনি বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত সিআএএ ক্যাম্পগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে এই মন্তব্য করেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও এমন ক্যাম্প আয়োজিত হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, সিআএএ সংশোধন ও ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সিআএএ-র বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ, এটি সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার সংকুচিত করবে এবং ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া এর সাথে যুক্ত থাকলে, বহু গরিব ও সংখ্যালঘু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে, মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক ডাকা একটি সবার-দলীয় বৈঠকে উত্তেজনা তৈরি হয়। সেখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ভোটার সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং নতুন তালিকা সংশোধন ফর্ম নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন।

এ বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান, 'আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি, যদি একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে, আমরা এসআইআর-এর বিরোধিতা করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গের একটি ভোটারেরও নাম বাদ যেতে দেব না।'

তিনি আরও বলেন, 'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আছেন, ততদিন বিজেপির জন্য এনআরসি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে ''পিছন থেকে এনআরসি'' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এছাড়া, তিনি পাণিহাটি, উত্তর ২৪ পরগনার ৫৭ বছর বয়সী প্রণীপ করের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তোলেন, যিনি এই বিতর্কিত প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, এই মৃত্যুকে বিজেপি রাজনৈতিক রূপ দিয়ে ঘটনাটি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা মনোজ আগরওয়াল এদিন সবাইকে আশ্বস্ত করেন, 'কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না। তালিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ হবে।'

# চার বছর ধরে বন্ধ জলপাম্প, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ২৯ অক্টোবর: ধলাই জেলার মনু শাখার ডিডব্লিউএস দপ্তরের চরম গাফিলতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত গয়নামা এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওই এলাকায় একটি জলের পাম্প মেশিন স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে স্থানীয় মানুষ শুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পান। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পাম্পটি চালু করা হয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের উদাসীনতা ও প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাম্প স্থাপনের সময় এলাকাবাসীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা দূর হবে। কিন্তু আজও সেই আশ্বাস কাগজেই রয়ে গেছে।

মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসীরা জানান, একাধিকবার তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে গিয়ে আবেদন করেছেন যেন পাম্পটি চালু করা হয়। তবে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এলাকার মানুষজন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করেছেন, অবিলম্বে নবনির্মিত জলপাম্পটি চালু করে গয়নামা এলাকার দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট দূর করা হোক। নইলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

# তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবিতে ডিওয়াইএফআই'র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ অক্টোবর: যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসসহ অন্যান্য এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে মঙ্গলবার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। এদিন তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে সুপারিনটেনডেন্টের হাতে এই ডেপুটেশন তুলে দেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাদের দাবি, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা, গৌহাটি ও সিলচরসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির তেলিয়ামুড়ায় স্টপেজ না থাকায় সাধারণ যাত্রীদের ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ডিওয়াইএফআই'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছাড়াও অন্যান্য দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকেও তেলিয়ামুড়ায় থামানোর ব্যবস্থা করলে স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের যাত্রীদের সুবিধা হবে।ডেপুটেশন প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা টুটন দেব, অভিজিৎ দে সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বরা। তারা আশা প্রকাশ করেন, রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যাত্রীদের ন্যায্য দাবিতে সাড়া দেবে।

# আসামে কংগ্রেস বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক, বিজেপির তোপ

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর : কর্মকারি সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসামে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি কংগ্রেসকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' ভোটব্যাংক গঠন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

এ ঘটনা ঘটেছে সোমবার, করিমগঞ্জ জেলার শ্রীভূমি শহরে কংগ্রেস সেবা দলের একটি বৈঠকে, যেখানে ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এবং অনেকেই কংগ্রেসের এ ধরনের আচরণে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আসামের মন্ত্রী অশোক সিংহাল ভিডিওটি শেয়ার করে কংগ্রেসের এই কাজের নিন্দা জানান, এবং অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস একটি 'বাংলাদেশ' জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা করেছে।

তিনি আরও বলেন, 'এখন পরিষ্কার, কেন কংগ্রেস দীর্ঘ দশক ধরে অসমে অবৈধ মিয়া অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ করতে দিয়েছিল ভোটব্যাংক রাজনীতির জন্য অসমের জনগণের পরিচয় ও জনসংখ্যার পরিবর্তন করতে। তারা ''গ্রেটার বাংলাদেশ'' তৈরির চেষ্টা করছিল।'

বিজেপি আসামের শাখা কংগ্রেসকে 'বাংলাদেশ-প্রীত' বলে অভিহিত করেছে। তারা এক পোস্টে জানিয়েছে, 'কিছু দিন আগে বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের পুরো অঞ্চলকে নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছিল এবং এখন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে কংগ্রেস অসমে গর্বিত। যারা এরপরও এর উদ্দেশ্য দেখতে পারছে না, তারা হয় অন্ধ, সহযোগী অথবা উভয়ই।'

এছাড়াও, বিজেপির বক্তব্যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে একটি বিশেষ ইঙ্গিত করা হয়, যেখানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস সম্প্রতি পাকিস্তানি এক জেনারেলকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন, যার প্রচ্ছদে একটি বিতর্কিত মানচিত্র ছিল, যাতে অসম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যকে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়।

ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, অনেকেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'আমি আইনবিদ নই, তবে সাধারণ বুদ্ধি বলছে এটি দেশদ্রোহিতা। যদি এটি সত্যি হয়, তবে এসব লোকদের ভারতের পতাকা তলে থাকার কোনো অধিকার নেইআশা করি সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এবং একটি উদাহরণ স্থাপন করবে।'

অন্য একজন বলেন, 'এদের লজ্জা হওয়া উচিত... ভিন্ন মতাদর্শ থাকা ঠিক, তবে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।'

একজন ব্যবহারকারী কংগ্রেসকে 'দেশের বিরুদ্ধে সবকিছুর পক্ষে দাঁড়ানো' বলে অভিহিত করেছেন, এবং আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'কংগ্রেস অসমকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়, এবং এটি তার প্রমাণ।'

# ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ১২তম আছিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার্স মিটিং-প্লাসে অংশ নেবেন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আগামী ১ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ১২তম আছিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার্স মিটিং-প্লাস (এডিএমএম-প্লাস) সভায় অংশ নেবেন। এই বৈঠকে তিনি ১৫ বছর পূর্তির আলোচনা এবং আগামী পথনির্দেশক বিষয় নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারত ১৯৯২ সালে আছিয়ানের সাথে সংলাপ অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয় এবং প্রথম এডিএমএম-প্লাস সভা ২০১০ সালের ১২ অক্টোবর ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সাল থেকে, আছিয়ান ও প্লাস দেশগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রতি বছর এডিএমএম-প্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আছিয়ান-ভারত ডিফেন্স মিনিস্টার্স আনঅফিশিয়াল মিটিং-এও অংশ নেবেন, যা মালয়েশিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় আছিয়ান সদস্য দেশগুলোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের উপস্থিতি থাকবে।

এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারত এবং আছিয়ান দেশগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করা, পাশাপাশি ভারতের ''এক্ট ইস্ট'' নীতিকে আরও ত্বরান্বিত করা। রাজনাথ সিং তাদের দুই দিনের সফরের সময় আছিয়ান-প্লাস সদস্য দেশগুলোর সমকক্ষ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং মলয়েশিয়ার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন।

আছিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার্স মিটিং আছিয়ানের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ এবং সহযোগিতার সর্বোচ্চ ফোরাম, এবং আছিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার্স মিটিং-প্লাস এই ফোরামের সম্প্রসারিত সংস্করণ। এতে ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তিমোর-লেস্তে এবং ভিয়েতনাম সহ ১১টি সদস্য দেশ অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও, ৮টি ডায়ালগ পার্টনার দেশ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে (২০২৪-২০২৭ চক্রে) ভারত মালয়েশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ''কাউন্টার টেররিজম'' (আতঙ্কবাদ বিরোধী) বিশেষজ্ঞ কর্মগ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, আছিয়ান-ভারত নৌ অভ্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

# বিলোনীয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে নববিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৯ অক্টোবর: নববিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান আগামী ৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর ২০২৫ ইং তারিখে বিলোনীয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে নবা গত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ নববিদ্যার্থী বরণের মধ্যে দিয়ে ছাত্র সমাজে ঐকা উৎসাহ ও একাডেমিক চেতনার বন্ধনকে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই মহতি আয়োজন। ৩০ শে অক্টোবর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাই হোম ইন্ডিয়ার কর্নধার সুনীল দেওধর,মন্ত্রী কিশোর বর্মন, মন্ত্রীশুক্লা চরন নোয়াতিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস,৩০ অক্টোবর আয়োজিত হবে মেগা হেলথ ক্যাম্প এবং রক্তদান শিবির। হেলথ ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করবেন।

এই কাম্পে আগত সকল জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ঔষুধ বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যা সমাজকল্যাণ ও মানব সেবার প্রতি কলেজের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।দ্বিতীয় দিন ৩১শে অক্টোবর ২০২৫। অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে পরিবেশনা করবেন খ্যাতনামা শিল্পী মিস সেঁজুতি দাস, যিনি দেশের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ইন্ডিয়ান আইডল এর ফাইনালিস্ট এবং সা রে গা মা পাএরও ফাইনালিস্ট। তাঁর সঙ্গে থাকবেন তাঁর দক্ষ সঙ্গীত শিল্পীদের একটি দল।ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সমস্যবৃন্দ, তদুপরি কলেজের সকল শুভানুধ্যায়ী, প্রেস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মঙ্গলবার বেলা এগারটায় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে নব বিদ্যার্থী বরনের অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি সাগর নমঃ,এছাড়া ছিলেন সম্পাদিকা ঋিত্বিকা সরকার, সদস্যা সূচনা পাল।নব বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাস সেজে উঠেছে আলপনাতে।

# বিশালগড়ে কংগ্রেস ভবনে আগুন, নেশার আখড়া বন্ধের দাবিতে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ অক্টোবর:একসময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরগরম ছিল বিশালগড় নিচের বাজারের কংগ্রেস ভবন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মনের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল ভবনটি। কিন্তু বর্তমানে সেই ভবন পরিণত হয়েছে নেশার আখড়ায়। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা এই ভবন এখন স্থানীয়দের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে নেশাগ্রস্ত যুবক ও মাদক ব্যবসায়ীরা এখানে ভিড় জমায়। একাধিকবার প্রশাসনের কাছে ভবনটি বন্ধ করার দাবি জানানো হলেও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎই কে বা কারা গোপনে ওই পরিত্যক্ত কংগ্রেস ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লেও পাশের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অল্পের জন্য রক্ষা পায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে এটি এখন নেশা ব্যবসায়ীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই ভবনটি তালাবদ্ধ করে বন্ধ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপজ্জনক ঘটনা আর না ঘটে।

# পাম্প কর্মীর মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ অক্টোবর: তেলিয়ামুড়া মহারানীপুর এলাকায় এক পেট্রোল পাম্প কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম কৃষ্ণ দেব (৬০)। তিনি তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত ডিএম কলোনির বাসিন্দা বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষ্ণ দেব পূর্বে পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্থানীয় একটি পেট্রোল পাম্পে গাড়ি ধোয়ার কাজ করতেন। মঙ্গলবার সকালে তাকে ডাকাডাকি করলে সে সাড়া দেয়নি। তখন ঘরে দেখা যায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের ভিতর থেকে কৃষ্ণ দেবের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের মধ্যে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

**AFFIDAVIT**

I, **Sri.Swapan Kumar Saha** ,S/o- Lt. Ashutosh Saha, resident of –Ward-2 hospital tila Belonia Nagar panchayte ,Dist-South Tripura,PIN-799155, do hereby declare that I have changed my name from **Swapan Kumar Saha to Swapan Saha** and henceforth I shall be known as **Swapan Saha** in all purpose, vide affidavit no-128/oct/25 sworn before the Notary Public at Belonia, South Tripura on10/10/2025. and Swapan Saha both are same and one identical person.

**Deponent-**
**Swapan Saha**

**NOTICE INVITING TENDER**

The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Original Equipment Manufacturers/ Authorized Dealer for "Procurement of equipments (Electroconvulsive therapy Machine (ECT) with Computer Set with Multifunction Printer and rTMS Machine with a Laptop/ Computer Set) for use in the dept. of Psychiatry, Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala." subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.ac.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to 12/11/2025 The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in Corrigendum/Addendum, if any, any, will be published only on the above website.

**Medical Superintendent**
**(H.O.D.) AGMC & GBP**
**Hospital, Agartala.**
**ICA/C-2747/25**

**PNIT NO: e-PT-38/W/EE/RDAD/2025-26 Dt. 28/10/2025**

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 04/11/2025 for 04 (four) nos work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**Executive Engineer**
**RD Agartala Division**
**Gurkhabasti, Agartala**
**ICA/C-2751/25**

**PRESS TENDER NOTICE**

Sealed quotation are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura for supply of veterinary medicines for Police Dogs from the resourceful, experienced, reliable, bonafide, renowned, licensed Manufacturers/ Importer/Local Distributors to the office of the Tripura Police Crime Branch, Agartala.
The details tender notice and terms and condition can be collected from the office of the undersigned on any working day during the office hour or downloaded from Tripura Police website www.tripurapolice.nic.in The last date of receiving of tender is fixed on 03rd November, 2025 up to 1600 hrs and the same will be opened on same day, at 16:30 hrs. if possible in presence of the willing bidders.

**Superintendent of Police,**
**Serious Crime**
**Tripura Police Crime**
**Branch**
**Tripura, Agartala**
**ICA/C-2757/25**

**No.F. 3(4)/ADC/PO (Sports & YA)/2025-26/1,907-10**
**TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL**
**OFFICE OF THE PRINCIPAL OFFICER, SPORTS & YOUTH AFFAIRS**
**KHUMULWNG:: WEST TRIPURA**

**Dated, Khumulwng, the 29/10/2025**

**TENDER NOTICE**

Sealed Tender are invited from reputed and experienced Event Management Firms/Agencies for planning, managing and executing the TTAADC Super League Football 2025-2026, scheduled from November, 2025 to Jannuary, 2026 in Tripura.
1. Scope of work includes event operations, branding & promotion, spornsorship facilitation, venue management, and overall execution. Estimated fund: Rs.25 lakhs + applicable taxes.
2 Detailed Tender document with eligibility criteria, tentative budget, and annexure is available at the TTAADC Website www.ttaadc.gov.in and can also be obtained from the office.
3. Interested agencies may also contact the PO (Sports & Youth Affairs), TTAADC for further details. Queries can be sent to (Official email ID) posports2018@gmail.com
4. The last date for submission of Tender on 5th November, 2025, 3:00 PM at the Office of the Principal Officer, Sports & Youth Affairs, TTAADC HQ, Khumulwng, Tripura.
5. Sealed envelope must be subscribed: "Tender for Selection of Event Manager, TTAADC Super League 2025-26.

**TTAADC/ICA/C-94/2025**

**Sd/-**
**Principal Officer, Sports & YA.**
**TTAADC, Khumulwng**

**No.F.2(2)-CDPO/MND/ICDS/2012/564** **Date: 28/10/2025**

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনস্থ নিম্নে বর্ণিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য এক (১)জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW) অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হবে।উক্ত এডিসি পঞ্চায়েত (ভিসি) এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইচ্ছুক বিবাহিতা বা বিধবা মহিলা প্রার্থীরা আগামী ০১/১১/২০২৫ থেকে ১০/১১/২০২৫ইং তারিখের মধ্যে( ছুটির দিন ব্যতীত) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল( সেল্ফ অ্যাটেস্টেড শংসাপত্র) সহকারে আবেদনপত্র মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্ট অফিসে জমা দিতে পারেন।
আবেদনকারীর বয়স ৩১/১০/২০২৫ইং অনুসারে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা- ১) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী(AWW) পদের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে।

| অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম | পঞ্চায়েত (ভিসি) | ব্লক | পদের নাম | পদের সংখ্যা | স্বাক্ষাত কারের তারিখ ও সময় (Interview Date & Time) |
|---|---|---|---|---|---|
| সাত পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র | পূর্ব দীনাবন্ধু নগর | মান্দাই | অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী(AWW) | ১ | ১২ নভেম্বর ২০২৫ইং, সকাল - ১১:০০ |

নির্দিষ্ট তারিখের পর কোন আবেদনপত্র জমা রাখা হবে না। বিস্তারিত জানতে মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্ট অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

**Alaka Kalai**
**Child Development Project Officer,**
**Mandwi ICDS Project, West Tripura**
**ICA/D-1238/25**

## নাগরিকরা নির্বাচন সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন/অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৫০ ভোটার হেল্পলাইন ও ”বুক-এ-কল উইথ বিএলও” সুবিধা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) নাগরিকদের সমস্ত প্রশ্ন/অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় ভোটার হেল্পলাইন এবং সকল ৩৬টি রাজ্য ও জেলা স্তরের হেল্পলাইন সক্রিয় করেছে।

ন্যাশনাল কন্টাক্ট সেন্টার (এনসিসি) সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন হিসেবে কাজ করবে। এটি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-১৯৫০-এর মাধ্যমে চালু থাকবে। প্রশিক্ষিত নির্বাহীরা কল গ্রহণ করে নাগরিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিষেবা ও প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

ইসিআই প্রত্যেক রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে নিজস্ব স্টেট কন্টাক্ট সেন্টার (এসসিসি) এবং ডিস্ট্রিক্ট কন্টাক্ট সেন্টার (ডিসিসি) স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সময়মতো ও স্থানীয় ভাষায় উত্তর দেওয়া যায়। এই কেন্দ্রগুলি অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে সারা বছর সকল কর্মদিবসে খোলা থাকবে এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় সহায়তা প্রদান করবে।

সমস্ত অভিযোগ ও প্রশ্ন ন্যাশনাল গ্রিভান্স সার্ভিস পোর্টাল (এনজিএসপি ২.০)-এর মাধ্যমে রেকর্ড ও ট্র্যাক করা হবে।

এছাড়াও, ইসিআই ”বুক-এ-কল উইথ বিইএলও” সুবিধা চালু করেছে, যার মাধ্যমে নাগরিকরা ইসিআইনেট প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ ফিচারটি ব্যবহার করে সরাসরি তাঁদের সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

নাগরিকরা ইসিআইনেট অ্যাপ ব্যবহার করেও নির্বাচন অধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ইসিআই সকল সিইও (ঙ্খক্স), ডিইও (ঙ্কক্স) এবং ইআরও (ক্স্টুঞ্জ)-কে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা নিয়মিতভাবে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ব্যবহারকারীদের আবেদনসমূহ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করেন।

এই সুবিধাগুলি নির্বাচনী অভিযোগ নিষ্পত্তির বিদ্যমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত। নির্বাচন কমিশন সকল ভোটারকে উৎসাহিত করছে যেন তাঁরা ”বুক-এ-কল উইথ বিএলও”

এবং নির্দিষ্ট ভোটার হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ ব্যবহার করেন নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, মতামত, পরামর্শ ও অভিযোগ দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে নিষ্পত্তির জন্য। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## প্যারা গেমস এবং আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস উদযাপন: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: আগরতলার বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেডিয়ামে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস উদযাপনের বিষয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে আজ এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, ডিএইচএস এর অধিকর্তা অজিত শুরুদাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।প্রস্তুতি সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। দিব্যাঙ্গ ক্রীড়াবিদগণ জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য দেখিয়ে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। দিব্যাঙ্গজনদের প্রতিভার বিকাশে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস এর আয়োজন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে ভাতা দেওয়া সহ অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## রাজধানীতে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতা র‍্যালি

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: ”যখনই কারোর স্ট্রোক হবে, সময় নষ্ট করবেন না ” বিশ্ব স্ট্রোক দিবসে রাজ্যবাসীর প্রতি বার্তা রাখলেন নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ।

আজ বিশ্ব স্ট্রোক দিবস। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক সচেতনতা র‍্যালির। এই র‍্যালিতে উপস্থিত

নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ বলেন, যখনই কোন ব্যক্তির স্ট্রোক সংক্রান্ত উপসর্গ দেখা দেবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে এ রোগের। সেগুলি প্রত্যেককে জানানো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এদিনের এই সচেতনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন নিজ বক্তব্যে। তিনি জানান, সব ধরনের স্ট্রোকের চিকিৎসা হচ্ছে বর্তমানে রাজ্যের প্রধান রেফারেল জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে। তাই স্ট্রোক সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে জিবি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

এদিনের র‍্যালিটি রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিবি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসকবৃন্দ, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা।

র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্ট্রোকের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দ্রুত সঠিক চিকিৎসা পেলে স্ট্রোকজনিত মৃত্যু ও অক্ষমতার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

## তপশিলি জাতি কল্যাণ নিগমে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক, উপস্থিত মন্ত্রী সুধাংশু দাস ও চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: আজ ত্রিপুরা তপশিলি জাতি কল্যাণ নিগমের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, নিগমের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিনের এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় নবগঠিত বোর্ড কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে। বৈঠকে মূলত আলোচনা হয় গত তিন থেকে চার বছরের নিগমের কার্যক্রম ও সাফল্য পর্যালোচনা নিয়ে, পাশাপাশি আগামী দিনে তপশিলি জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া যায় কীভাবে তা নিয়েও বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল তপশিলি জাতি অংশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এজন্য নিগমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি আরও প্রসারিত করার দিকেও জোর দেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে, এদিনের বৈঠকে নিগমের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও তপশিলি জাতি কল্যাণের রূপরেখা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

## ৭ দফা দাবিতে পশ্চিম জেলা শাসকের নিকট ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের গণ ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: গৃহহীনদের পাকা ঘর প্রদানে জিও ট্যাগিং-এর ক্ষেত্রে বৈষম্য বন্ধ, রেগায় ২০০ দিনের কাজ এবং ৩৪০ টাকা মজুরি প্রদান সহ একাধিক দাবিতে বুধবার পশ্চিম জেলা শাসকের নিকট এক গণ ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন।

এই দিন সংগঠনের পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে মেলারমাঠ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবন থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছে ৭ দফা দাবিপত্র জমা দেয়। সংগঠনের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে — গৃহহীনদের পাকা ঘর প্রদানে জিও ট্যাগিং-এর বৈষম্য অবিলম্বে বন্ধ করা, রেগায় ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা, প্রতিদিনের মজুরি ৩৪০ টাকায় উন্নীত করা, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধ, রেগা কাজে দুর্নীতি বন্ধ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি, পঞ্চায়েত স্তরে কাজের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা।

ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে জানান, শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় নয়, রাজ্যের আটটি জেলায়ই আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ধারাবাহিকভাবে এই গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, “ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন জোরদার করা হবে। সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেই যেতে হবে।”

## ১২৯ তম ঐতিহ্যবাহী বড়লুতমা মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা শুরু ১ নভেম্বর থেকে, প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ অক্টোবর: ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার বড়লুতমায় শুরু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী ১২৯ তম মহারাস লীলা, উৎসব ও মেলা। আগামী ১লা নভেম্বর থেকে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মহোৎসব। ধর্মীয় ভক্তি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আগামী পাঁচ দিন ধরে উৎসবের আবহে ভাসবে সমগ্র কমলপুর মহকুমা।

উৎসব ও মেলা শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় অন্তিম প্রস্তুতি বৈঠক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার সিনহা। উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পার্থ দাস, জেলা সহ-সভাধিপতি অনাদি সরকার, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বিনা দাস বিশ্বাস, আমবাসা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন হেমালী দেববর্মা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বণিক, এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

এছাড়াও মেলা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ সিনহা, কোষাধ্যক্ষ শরদ কুমার সিনহা সহ অন্যান্য সদস্যরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মেলার নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিবহন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

প্রশাসন ও মেলা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে এবং স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বিশেষ ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে, বড়লুতমার শতাব্দী প্রাচীন রাসমেলাকে ঘিরে এখন উৎসবের উন্মাদনায় ভাসছে পুরো কমলপুর মহকুমা। রঙিন আলো, ধর্মীয় ভাবনা এবং সংস্কৃতির ঐক্যে আবারও প্রাণ পেতে চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা।

## সাত দফা দাবি নিয়ে খোয়াই জেলা শাসকের কাছে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ অক্টোবর: সাত দফা দাবিকে কেন্দ্র করে আজ দুপুরে খোয়াই জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের খোয়াই জেলা কমিটি। দুপুর বারোটা নাগাদ সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসক রজত পন্থ-এর নিকট একটি দাবি সনদ পেশ করা হয়।সংগঠনের মূল সাত দফা দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গৃহহীনদের জন্য পাকা গৃহ প্রদানে জিও ট্রেকিং প্রক্রিয়ায় বৈষম্য বন্ধ করা, রেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ এবং ৩৪০ টাকা মজুরির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা, ৬০ বছরের ঊর্ধ প্রকল্প ক্ষেত মজুরদের ভাতা প্রদান, রাজ্যে বাতিল হওয়া জব কার্ডগুলি পুনরায় চালু করা,

## সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামীদিনে ত্রিপুরাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও জনকল্যাণে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে দেশের মধ্যে বর্তমানে বিশেষ স্থান দখল করেছে। ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযানে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সরকারের যেকোন প্রকল্প রূপায়ণে এখানকার আধিকারিকগণ নীচু স্তরে গিয়ে কাজ করেন। আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামীদিনে ত্রিপুরাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কুমারঘাটের পঞ্চায়েত সমিতির হলে আজ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কাজকর্মের এক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে জাতি-জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের মধ্যেই ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন নিহিত রয়েছে। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সামনেই শুখা মরশুম আসছে। এই সময়ে যেসব উচু এলাকা রয়েছে যেখানে এই সময়ে পানীয়জলের সমস্যা হয়, সেখানে পানীয়জল পৌঁছে দিতে পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরকে এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে। পাশাপাশি এই সময়ে চাষাবাদের যাতে কোন সমস্যা না হয় জল সম্পদ দপ্তরকে তাদের সেচ প্রকল্পগুলো যাতে চালু থাকে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই কৃষকরা শীতকালীন সব্জি চাষ ভালোভাবে করতে পারবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য টাকার কোন অভাব হবেনা।

পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, বন, জনজাতি কল্যাণ, জলসম্পদ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক, বিদ্যুৎ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, টিআরপি এন্ড পিটিজি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, ট্রেডা, বিদ্যালয় শিক্ষা ও এডিসি প্রশাসনের আধিকারিকগণ মহকুমার স্ব স্ব দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, কুমারঘাট বিএসি”র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, পেঁচারখলের বিডিও ওমকার দেব, কুমারঘাট বোর্ডিং হাউজ কমিটির চেয়ারম্যান রাধামালা দেববর্মা, ঊনকোটি জেলা কল্যাণ আধিকারিক দীপঙ্কর সাহা, কুমারঘাট মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক বিধান দেবনাথ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার প্রমুখ।

## ইন্দ্রনগরে এক কর্মীর রহস্য

● প্রথম পাতার পর

ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সহকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জিবি ফাঁড়ি থানায়।

পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা না অন্য কিছু, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পরিবার এবং সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনা লক্ষ্য করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তারা।

## দলের অভ্যন্তরে

● প্রথম পাতার পর

বলে জানান তিনি। এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির জন্যে প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয় রাজ্য সরকারকে। বিদ্যুৎ নিগমে ১০৪ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, নলচড়ে মহিলা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ, অন্তদয় পরিবারভুক্ত পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে এক কালীন ৫০ হাজার টাকার ফিক্সট ডিপোজিট করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্তগুলির জন্যে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

## কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

● প্রথম পাতার পর

*সিভিল সোসাইটির ডাকা বনধ এবং সম্প্রতি শান্তিরবাজারের ঘটনা নিয়ে ঘটনা নিয়ে নিন্দা জানিয়েছে শাসক দল বিজেপি। জাতি জনজাতিদের নিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিজেপি সরকার। প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনজাতিদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং আগামীদিনে গ্রহণ করছেন। তাছাড়া, আজকের এই বৈঠকে আগামী দিনের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।*

## উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে

● প্রথম পাতার পর

*হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা এখন আশঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে।অভিভাবক মহলে ঘটনার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, স্কুলে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই কি এই দুর্ঘটনা ঘটল?*

## বিশালগড়ে কংগ্রেস ভবনে

● প্রথম পাতার পর

*দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অল্পের জন্য রক্ষা পায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।*

*এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।*

## পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

আগামী দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ অভিযান ও সংগঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যাতে আদিবাসী সমাজের সমস্যাগুলি সরাসরি জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়।

## কনটেন্ট ক্রিয়েটারকে

● প্রথম পাতার পর

চরম দুর্দশা। নৃপেন চক্রবর্তীদের মত নেতাদের দলকে এরা কোথায় নিয়ে গেছেন...! প্রশ্নঃ তোলেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা দুনিয়া থেকে মুছে যাচ্ছে। তাদের ব্যর্থতার নিরিখে যুবরাও এখন তাদের সাথে নেই।

এদিন সিভিল সোসাইটির আন্দোলন কর্মসূচির নামে আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রো নর্থ ইস্ট। এই অঞ্চলের বিকাশ উনার কার্যকালে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু মনমোহন সিং এই অঞ্চলের সাথে নিবিড় যোগ থাকার পরেও এই অঞ্চলের বিকাশে কি করেছেন, বা কতবার ভিজিট করেছেন তা রাজ্যের মানুষ খুব ভালো করেই জানেন।

তিনি বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও ভালো করে জানেন, জনজাতিদের কল্যাণ মোদীজিই করবেন। মোদির নেতৃত্বেই ত্রিপুরায় জনজাতিদের সর্বাধিক কল্যাণ হয়েছে। এদিন পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মনীষীদের পুণ্য ভূমি, সংস্কৃতির ক্ষেত্র। আর মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সেই গড়িমা ধুলায় মিশে গেছে। মেয়েরা আজ সুরক্ষিত নয়। সেই রাজ্যের মানুষ শুধুমাত্রই মোদী জির নেতৃত্বে সুরক্ষিত। সামাজিক নিরাপত্তাই এখন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রাধান্য। আর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তা বাস্তবে করে দেখাবে।

## সাব্রুম কলেজে আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৯ অক্টোবর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ ও সাব্রুম সাব-ডিভিশনাল লিগেল সার্ভিস কমিটির যৌথ উদ্যোগে কলেজে এক আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচির অয়োজন করা হয়। আলোচনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা , ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ব্যাখ্যা করা হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেম্বার সেক্রেটারি, সাব্রুম লিগেল সার্ভিস অথরিটি, সিভিল জাজ(জুনিয়র ডিভিশন) কাম জেএম ফাস্ট ক্লাশ সাব্রুম রুপশ্রী দেব, এডভোকেট রতন নাথ। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম বার এসোসিয়েসনের অন্যান্য সদস্যসহ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। জেএম রুপশ্রী দেব ও এডিভোকেট নাথ ঔপনিবেশিক আমলের আইন প্রতিস্থাপন এবং বিচার ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক করার জন্য এই আইনগুলির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বলেন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০-কে প্রতিস্থাপন করেছে। রাষ্ট্রদ্রোহের মতো পুরোনো অপরাধ বাতিল করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে বিপন্নকারী নতুন অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা২০২৩, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩-কে প্রতিস্থাপন করেছে। অনলাইনে এফআইআর দায়ের করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি তার পছন্দের একজন ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের খবর জানাতে পারবেন। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩, ভারতীয় প্রমাণ আইন ১৮৭২-কে প্রতিস্থাপন করেছে। ডিজিটাল রেকর্ড, ইমেল এবং সার্ভার লগ এখন আইনি প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত হবে। এই আইনগুলির লক্ষ্য হলো দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দ্রুত ও কার্যকরী ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এই আইনগুলি নাগরিক পরিষেবার মান বাড়িয়ে সবার জন্য ন্যায়বিচারকে আরও সহজলভ্য করতে সহায়তা করবে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন। অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন হওয়ার ও পড়াশোনার পাশাপাশি সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ানোর আবেদন করেন।

## আবারও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার, জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ২৯ অক্টোবর : ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকা থেকে ফের তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে সাদা পোশাকের পুলিশ। সূত্রের খবর, প্রায় ছয় মাস আগে তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

দালালদের সহযোগিতায় প্রথমে বেঙ্গালুরু যায় এবং মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে, অর্থাৎ মোট পনেরো হাজার টাকা দিয়ে সেখানে তিনটি আধার কার্ড তৈরি করে। বেঙ্গালুরুতে কিছুদিন অবস্থানের পর তারা কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় তিন মাস কাটায়। পরবর্তীতে আবার ত্রিপুরায় ফিরে এসে পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকার এক দালাল ইসলাম-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে ইসলাম নামে ওই দালালকে এখনো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে, তিনজন বাংলাদেশি নাগরিকমোঃ নুর আলম, রায়হান মিয়া এবং মহিউদ্দিনকে আটক করে ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে নিয়ে আসে পুলিশ। তিনজনেরই বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, দালাল ইসলাম ভারতে প্রবেশ করানোর সময় মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা করে নেয়। বর্তমানে গোটা ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং সীমান্ত পারাপার চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

## গভীর রাতে গাড়ির ধাক্কায়

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সুমন দাসকে টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমন দাস কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাময়িক সময়ের জন্য এলাকা উত্তেজিত হলেও পালিয়ে যাওয়া বোলেরো গাড়ি আটক করার জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মানুষ গাড়িটিকে শনাক্তকরণের জন্য সাথে সাথে পিছু ধাওয়া করলে গাড়িটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনগণ দাবি তুলেছেন অবিলম্বে গাড়িটিকে আটক করার জন্য।এদিকে মৃত সুমন দাসের নিথর দেহ টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালে মর্গে রাখা আছে। আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সুমন দাসের নিথর দেহ নিকট আত্মীয়র হাতে তুলে দেয়া হবে বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়। এখানে উল্লেখ থাকে যে সুমন দাস রংমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো। স্থানীয় জনগণের একটাই দাবি জাতীয় সড়কে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করা এবং জাতীয় সড়কের জনবহুল এলাকায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা।এখন দেখার বিষয় সুমন দাসের হত্যাকারী ঘাতক বলরো গাড়ি এবং তার চালককে পুলিশ আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় কিনা? সেদিকেই বুদ্ধিজীবী মহল তাকিয়ে আছে।

## রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের জনজাতি সমাজের মানুষ দ্রুতগতিতে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এটি তাঁদের ভরসা ও বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে মোট ৪৮৭ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি সমাজের উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব এবং সেই লক্ষ্যেই সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকাশ মডেলে অনুপ্রাণিত হয়েই আজ রাজ্যের মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা রাখছেন। বিভাজনের রাজনীতি নয়, জাতি ও জনজাতির ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে ‘এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জননেতা, বিজেপির জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বসহ বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। যোগদানকারীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিণত হয় উৎসবমুখর পরিবেশে।

## হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে

● প্রথম পাতার পর

বিমানটি। যাত্রীদের অভিযোগ, এমন দীর্ঘ বিলম্ব ও অব্যবস্থাপনা যাত্রী সেবার মান নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। যদিও শেষ পর্যন্ত বিমানটি নিরাপদে আগরতলায় অবতরণ করায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন যাত্রীরা।

## নিখোঁজ মা ও মেয়ে

● প্রথম পাতার পর

গৃহবধূর স্বামী জানান, সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে স্ত্রী ও কন্যাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়েও কোনো হদিস মেলেনি। এরপর তিনি থানায় অভিযোগ জানান, তবে সাতদিন পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ মা-মেয়ের কোনো সন্ধান মেলেনি বলে অভিযোগ।

অভিযোগকারী যুবক জানান, থানায় বারবার যোগাযোগ করেও প্রশাসনের তরফে সন্তোষজনক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তিনি ঘটনার সঠিক তদন্ত ও স্ত্রী-কন্যার দ্রুত সন্ধান দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনায় স্থানীয় মহলে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং নিখোঁজ দু’জনের সন্ধান পেতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

# প্লীহার ক্ষত সারাতে অস্ত্রোপচার শ্রেয়সের, কেমন আছেন ভারতীয় ব্যাটার ? জানাল ক্রিকেট বোর্ড

শ্রেয়স আয়ারের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পর প্লীহার ক্ষত ঠিক করতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও ভারতের এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ককে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকেরা। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, শ্রেয়সের কোনও অস্ত্রোপচার হয়নি।শ্রেয়সের ঘনিষ্ঠ সূত্র উল্লেখ করে একটি ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে অস্ত্রোপচারের কথা বলা হয়েছিল। যদিও অস্ত্রোপচারের কথা মানতে চাননি বোর্ড সচিব। তাঁর বক্তব্য, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষত ঠিক করেছেন চিকিৎসকেরা। যাকে অস্ত্রোপচার বলা যায় না। তিনি জানিয়েছেন, শ্রেয়স মঙ্গলবার ফোনে কথা বলেছেন। শ্রেয়সের সিডনিবাসী এক বন্ধু বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই খাবারই খেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার।শ্রেয়সের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে শইকীয়া বলেছেন, “চিকিৎসকদের ধারণার থেকে দ্রুত সেরে উঠছে শ্রেয়স। এখন ও অনেক অনেক ভাল রয়েছে। আমি ভারতীয় দলের চিকিৎসক রিজওয়ান খানের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছি। শ্রেয়সের জন্য তিনি সিডনিতেই রয়েছেন। সাধারণত এই ধরনের চোট সারতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সময় লাগে। তবে শ্রেয়স যে দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি করছে, তাতে আরও আগে সুস্থ হয়ে উঠলে অবাক হব না।”বোর্ড সচিব আরও বলেছেন, “চিকিৎসকেরা শ্রেয়সের উন্নতিতে সন্তুষ্ট। স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে শুরু করেছে। আঘাতটা বেশ গুরুতর ছিল। তবে এখন অনেকটাই ভাল রয়েছে। বিপদ কাটিয়ে উঠেছে। সে কারণেই সোমবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে আইসিইউ থেকে বের করে এনেছেন।”সচিবের বক্তব্যের আগে শ্রেয়সের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দেয় বিসিসিআই। তাতে লেখা হয়, ‘‘২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলার সময় শ্রেয়স আয়ারের পেটে আঘাত লাগে। তার ফলে তাঁর প্লীহায় ক্ষত তৈরি হয় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। আঘাত দ্রুত চিহ্নিত করা হয় এবং রক্তপাত বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর আবার স্ক্যান করা হয়েছে। ক্ষতস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়েছে। শ্রেয়স সুস্থ হওয়ার পথে। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ মতো বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তাঁর সুস্থতার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।”বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, এই ধরনের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সাত থেকে ১০ দিন থাকতে হয়। শ্রেয়সকেও আরও কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। সিডনির সেরা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকেরা সর্বক্ষণ নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপর।যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেটাই হল। শনিবারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে একটি ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। সেই চোট অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে দিল তাঁকে। তার বেশি সময়ও মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই তাঁকে এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক পদে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পেলেন তিনি। বোর্ডের এক কর্তা ‘পিটিআই’-কে বলেছেন, “ম্যাচের সময়েই শ্রেয়সকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ওর পাঁজরে একটা বড় ঝাঁকুনি লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত তিন সপ্তাহ ওকে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।”ওই কর্তা আরও বলেন, “চোট সারানোর পর আগে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে যেতে হবে। সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে কি না তা বোঝা যাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখার পরেই। যদি হাড়ে চিড় ধরে থাকে তা হলে সারতে আরও সময় লাগতে পারে।”দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কি তিনি খেলতে পারবেন? ওই কর্তা বলেন, “এখনই তা বলা যাচ্ছে না। যদি সারতে তিন সপ্তাহ লাগে তা হলে ৩০ নভেম্বর প্রথম ম্যাচের ঠিক আগে ও সেরে উঠতে পারে।” শ্রেয়স এই মুহূর্তে টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি দলে নেই। খেলেন শুধু এক দিনের ক্রিকেটেই। সম্প্রতি লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছ’মাসের বিরতি নিয়েছেন। এই চোট তাঁকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল।তখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৩৪তম ওভার চলছিল। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করছিলেন শ্রেয়স। হর্ষিত রানার একটি বল আলেক্স ক্যারের ব্যাটের কানায় লেগে উঠে যায়। শ্রেয়স দৌড়তে থাকেন ক্যাচ ধরবেন বলে। পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ক্যাচটি ধরেও ফেলেন। তবে টাল সামলাতে না পেরে খারাপ ভাবে মাটিতে পড়েন। তাঁর কোমর মাটিতে আছড়ে পড়ে।ব্যথা যে লেগেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল শ্রেয়সের মুখ দেখেই। উৎসব করা তো দূর, উঠতেই পারছিলেন না তিনি। সতীর্থেরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। ছুটে আসেন চিকিৎসক কমলেশ জৈনও। কোনও মতে চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শ্রেয়স। ধীরে ধীরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে স্ক্যান করা হয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল।বোর্ড জানিয়েছিল, শ্রেয়সের পাঁজরের বাঁ দিকে চোট লেগেছে। হাসপাতালে বাকি পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছিল। বাকি সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি তিনি। পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়াল ফিল্ডিং করেন। শ্রেয়স ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ভারতকে জিতিয়ে দেন।

# সি কে নাইডু ট্রফি : পন্ডিচেরিকে হারিয়ে এলিট-সি গ্রুপের তৃতীয় শীর্ষে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। হারিয়েছে পন্ডিচেরিকে। কর্নেল সি কে নাইডু এলিট সি গ্রুপের খেলায়। অনেকটা প্রত্যাশিতভাবেই নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তিন উইকেটের ব্যবধানে দারুন জয় ছিনিয়ে একদিকে যেমন ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়েছে, অপরদিকে এই ম্যাচ থেকে সামগ্রিক হিসেবে ১২ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে দুই মেঘ থেকে মোট ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা দল এখন এলিট সি গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। যদিও পয়েন্ট সমান হলেও রান রেট এর নিরিখে তামিলনাড়ু রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে। উল্লেখ্য, আজ বুধবার ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ রান সংগ্রহ করত ত্রিপুরা দলকে চারটি উইকেট যেমন হারাতে হয়েছে তেমনি কিছুটা চাপের মধ্যে থেকে ২২.২ ওভার খেলতে হয়েছে। রবিবারে শুরু হওয়া ম্যাচে পন্ডিচেরির সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ২৭০ রানের জবাবে ত্রিপুরা দল ২৭৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে, প্রথমত নয় রানে লিড পায় ত্রিপুরা। পরবর্তী সময়ে পন্ডিচেরি তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে জয়ের টার্গেট হিসেবে ১৫০ রানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা দল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৩২ ওভারে তিন উইকেটে ১০৩ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বুধবার ম্যাচের অন্তিম দিনে আরও চার উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। গ্রুপের অন্যান্য খেলায় মধ্যপ্রদেশ ১৫৬ রানের ব্যবধানে দিল্লিকে পরাজিত করে দুই ম্যাচের শেষে সর্বাধিক ২৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। অন্ধ্র ও সৌরাষ্ট্রের ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিভ পেয়েছে অন্ধ্র। তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রের ম্যাচটিও প্রথম ইনিংস শেষ না হওয়া অবস্থায় অমীমাংসিত ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২ থেকে ৫ নভেম্বর।

# জুয়েলস-কে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত জিবি পিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের মধ্যে রয়েছে জি বি প্লে সেন্টার। প্রথম ম্যাচে মৌচাককে ৬৩ রানে হারানো দিয়ে লীগ শুরু। আজ, বুধবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আট উইকেটের ব্যবধানে জুয়েলস প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের গ্রুপ বি-এর। সকালে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুয়েলস প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৪.৫ ওভারে ৭৩ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার এর ব্যাটার্সরা ১৮.৫ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের আয়ুষ দেবনাথ বোলিংয়ে ১২ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট এবং ব্যাটিংয়ে ব্যক্তিগত ২৪ রান সংগ্রহের সুবাদে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া অনিশ দেবনাথ ২৪ রান সংগ্রহ করেছে। এবং বোলিংয়ে আপন মালাকার ২৬ রানে ৩টি ও শ্রেয়াঙ্ক দাস একটি উইকেট পেয়েছিল। জুয়েলস-এর সুপ্রদীপ সূত্রধরও ২৪ প্রাণ সংগ্রহ করেছিল।

# ‘আমার কাজ আমি করেছি’, দু’ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে জবাব শামির, ইডেনেই প্রত্যাবর্তন টেস্ট ক্রিকেটে ?

রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাতের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য বাংলার মূল ভরসা ছিলেন মহম্মদ শামি। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, লক্ষ্মীরতন শুক্লদের হতাশ করেননি। ৩৮ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন ভারতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে পড়া জোরে বোলার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে মরিয়া শামিকে রঞ্জির প্রথম ম্যাচের তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক দেখিয়েছে দ্বিতীয় ম্যাচে।শামি এমন এক জন ক্রিকেটার, যিনি যত বল করেন তত ফিট হন। প্রথম ম্যাচের সাত উইকেটের ছ’টিই ছিল টেলএন্ডারদের। দ্বিতীয় ম্যাচে আট উইকেটের চারটি। তাঁর বিখ্যাত সুইংয়েরও দেখা মিলেছে গুজরাত ম্যাচে। অজিত আগরকরেরা মুখ ফিরিয়ে থাকলেও শামি বল হাতে জবাব দিতে শুরু করেছেন।২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল শামির। তার ১২ বছর পর সেই ইডেনই শামির ফিরে আসার লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল। সামনেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্ট হবে ইডেনেই। ছন্দে ফিরতে শুরু করা বাংলার বোলার নিজের দাবি জোরালো করে রাখলেন।আগরকর এ বার আর বলতে পারবেন না, শামির ফিটনেস সম্পর্কে তাঁর জানা নেই। পর পর দু’টি রঞ্জি ম্যাচে ১৫ উইকেট। চেনা ছন্দে বল করছেন। বাংলা-গুজরাত ম্যাচ দেখতে ইডেনে এসেছিলেন অন্যতম জাতীয় নির্বাচক রুদ্রপ্রতাপ সিংহ। খেলার ফাঁকে শামির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বলতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় দলের প্রাক্তন জোরে বোলারকে। পারফরম্যান্স, ফিটনেস সবকিছুই এখন শামির পক্ষে। আগরকরের কাজটা চেনা ইডেনেই বোধহয় কঠিন করে দিলেন বাংলার জোরে বোলার। ম্যাচের পর শামি বলেছেন, “উইকেট নেওয়াই আমার কাজ। এত দিন ধরে এই কাজটাই করে আসছি। আমি আমার কাজ করেছি। আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। দেখা যাক ভাগ্য আমাকে কত দূর নিয়ে যায়। বাকিটা নির্বাচকদের ব্যাপার। অনেক বার বলেছি বাংলার শক্তি জোরে বোলিং। এই দলে একাধিক সেরা পেসার রয়েছে। আমরা ইডেনে দ্রুতগতির উইকেট চাই। যাতে জোরে বোলারেরা সাহায্য পায়। এখনও তেমন পিচ পাইনি আমরা। আশা করছি, আগামী ম্যাচে পাব।” শামি বুঝিয়ে দিলেন, পিচের সাহায্য ছাড়াই দু’ম্যাচে ১৫ উইকেট তুলেছেন। সাহায্য পেলে কী করতেন, তিনিই জানেন।শামি এ দিন আরও বলেছেন, “ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ম্যাচ খেলতে বলেছেন। এর মধ্যে ভুল কিছু দেখি না। বিশেষ করে চোট সারিয়ে ফেরা ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ম্যাচ খেলেই জাতীয় দলে ফিরতে হবে। নির্বাচকেরাও জাতীয় দলের জন্য ফিট ক্রিকেটারই চান। দেশের হয়ে খেলতে হলে ফিটতো থাকতেই হবে।” দু’ম্যাচে প্রায় ৬৯ ওভার বল করা শামি বোধহয় নিজের ম্যাচ ফিটনেসের কথাও আর এক বার মনে করিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য, জাতীয় দলে শামিকে বিবেচনা না করার কারণ হিসাবে আগরকর বলেছিলেন, শামির ফিটনেস সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁদের কাছে ছিল না। ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমের স্টোরিতে শামি লিখেছেন, “কঠিন পরিশ্রম মূল্য দিচ্ছে। ছন্দ ফিরে পেয়ে ভাল লাগছে। নিজের দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলে সব সময় গর্ব অনুভব করি।”যা পরিস্থিতি, শামিকে সম্ভবত আর ভারতীয় দলের বাইরে রাখতে পারবেন না আগরকরেরা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেই ফিরতে পারেন বাংলার ক্রিকেটার। অভিষেকের ইডেনেই হতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর প্রত্যাবর্তন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীও বলে দিলেন, শামির কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার নেই।

# ব্যাটে যথার্থ, বলে রাজদীপ : মডার্ণকে হারিয়ে কো: ফাইনালের লক্ষ্যে কর্নেল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ে ফিরেছে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। হারিয়েছে মডার্ণ প্লে সেন্টারকে ৬৯ রানের ব্যবধানে। এটি কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের পঞ্চম ম্যাচের মাথায় চতুর্থ জয়। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের। এই জয়ের সুবাদে কর্নেল কোচিং সেন্টার এ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করে কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে আজ, বুধবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ব্যাট করতে নেমে মডার্ণ প্লে সেন্টারের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৬২ রানে। ৩২.৪ ওভার খেলে। বিজয়ী দলের রাজদীপ বণিক ১৩ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, ব্যাটিংয়ে যথার্থ দে-র ৫৪ রান, দীপ্তন সরকারের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। মডার্ন প্লে সেন্টারের দীপাংশ বিশ্বাস দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৩ রান এবং বোলিংয়ে দেবজিৎ শীল ও অভিজ্ঞান দে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

# ‘সৌরভের শাস্তি কমাতে ফোন করেছিলেন ডালমিয়া’

ক্রিস ব্রডের পাশে গ্রেগ চ্যাপেল। সুযোগ পেতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ। ব্রডের মতো তিনিও হাতিয়ার করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার একটি অনুরোধকে।
অস্ট্রেলিয়ার একটি সংবাদমাধ্যমকে চ্যাপেল বলেছেন, ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই ডালমিয়া তাঁকে ফোন করেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন, সৌরভ যাতে শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারেন, তার জন্য কিছু একটা করতে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ বলেছেন, “আমার মেয়াদের শুরুতেই সৌরভের শাস্তি (সাসপেনশন) কমাতে চেয়েছিলেন ডালমিয়া। কিছু একটা করার অনুরোধ করেছিলেন। যাতে ও শ্রীলঙ্কায় যেতে পারে। আমি বলেছিলাম, যে পদ্ধতিতে কাজ হয়, সেটাকে নষ্ট করতে চাই না। ওকে এটা মেনে নিতে হবে। আমার সঙ্গে কথা বলার পর ডালমিয়া মেনে নিয়েছিলেন।”
২০০৫ সালের এপ্রিলে জামশেদপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচের পর সৌরভকে মন্থর বোলিংয়ের জন্য জরিমানা করেছিলেন ম্যাচ রেফারি ব্রড। সেই সিরিজে আবার একই অপরাধের জন্য সৌরভকে ছয় ম্যাচের জন্য নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করেছিলেন। সৌরভ শাস্তি কমানোর আবেদন করার পরও চার ম্যাচের জন্য নিলম্বিত করেন ব্রড। সে বছরই সেপ্টেম্বরে আবার মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল অধিনায়ক সৌরভকে। দ্বিতীয় বার ম্যাচ রেফারি ছিলেন ক্লাইভ লয়েড। তিনি দু’ম্যাচের জন্য নিলম্বিত করেন সৌরভকে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের মে মাসে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন চ্যাপেল।
এর আগে ব্রড এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘‘একটা ম্যাচে ভারত তিন-চার ওভার পিছনে চলছিল। মন্থর বোলিংয়ের শাস্তি ওদের পেতে হত। ঠিক তখনই একটা ফোন এল। বলা হল একটু ক্ষমার চোখে দেখতে। শাস্তি দিতে নিষেধ করা হল। কারণ, দলটার নাম ভারত। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও বিষয়টা অন্য ভাবে দেখতে হল।” সেখানেই ঘটনাটি শেষ হয়নি বলে জানিয়েছেন ব্রড। পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, “পরের ম্যাচেও একই ঘটনা হল। কিন্তু তার পরেও আমাকে বলা হল শাস্তি না দিতে। ওখানে রাজনীতি যুক্ত ছিল। প্রথম থেকেই। হয়তো ভারতীয় বোর্ড শক্তিশালী বলেই ওরা চায়, বাকিরা মাথা নিচু করে কাঠপুতুলের মতো চলবে।”
২১ বছর আইসিসির ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব সামলেছেন ব্রড। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রডের বাবা তিনি। তাঁর অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ক্রিকেট মহলে। অভিযোগের তদন্ত দাবি করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

# সুপার ওভারে বাধারঘাট-কে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় প্রগতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে প্রগতি প্লে সেন্টার। তবে রোমাঞ্চকর ভাবে টাই ম্যাচ থেকে প্রগতি প্লে সেন্টার সুপার ওভারে বাধারঘাট প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে চতুর্থ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয় হাসিল করে নিয়েছে। বুধবার, পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩০.২ ওভার খেলে ৮৫ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাট প্লে সেন্টার অন্তিম বল পর্যন্ত খেলে আট উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান সংগ্রহ করে ম্যাচে টাই করে নেয়। সুপার ওভারের খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার জয় ছিনিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের অংকুর দাস ২৬ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া ব্যাটিংয়ে দিব্যাংশ দীপায়ন রায়ের ৩৩ রান ও সাহেব আচার্য্যর ৯ রানে দুই উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য। বাধারঘাটের অঙ্কিত সরকারের ৩৯ রান, শ্রীশান্ত সরকারের ২১ রান এবং বোলিংয়ে তন্ময় সরকারের ২৫ রানে ৪ উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য।

# মহিলা অনূর্ধ ১৯ টি-২০ ক্রিকেটে মুম্বাইয়ের কাছেও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা ক্রিকেটে আবারও হারলো ত্রিপুরা। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ১৯ টি ২০ ক্রিকেটে। যেমন ব্যাটিংয়ে, তেমন বোলিংয়ে - ত্রিপুরা দল যেন কিছুতেই সাবলীল নয়। টানা তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষ তিন রাজ্য দলের কাছে চূড়ান্ত বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রথম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশের কাছে নয় উইকেটে পরাজয় দিয়ে শুরু। পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে কর্ণাটক এবং মুম্বাই এর কাছে ১০ উইকেটের ব্যবধানে হেরে ত্রিপুরা দল পয়েন্ট তালিকার শেষ স্থানে রয়েছে। মুল পর্বে খেলা দূর অস্ত বিষয়। পরবর্তী দুটি ম্যাচ যথাক্রমে বেঙ্গল এবং আসামের বিরুদ্ধে খেলে দিদিদের মতোই অনূর্ধ ১৯ ত্রিপুরা দলকে নাগপুর থেকে ঘরে ফিরে আসতে হবে। আজ বুধবার, নাগপুরে লেডি অমৃত ভাই দাগা কলেজ গ্রাউন্ডে বেলা দেড়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অস্মিতা দেবনাথ এর ২৪ রান এবং অভিধা বর্ধনের ২২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই এর দুই ওপেনার সানমাইয়া উপাধ্যায় (৫৬ রানে অপরাজিত) এবং হিল (২৬ রানে অপরাজিত) ৯.২ ওভার খেলে দলকে জয় এনে দেয়।

# ১৩টি টুর্নামেন্টে খেলেও শিরোপাহীন রোনালদো

সৌদি কিংস কাপে গতকাল রাতে শেষ ষোলোয় আল ইত্তিহাদের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে আল নাসর। আল আওয়াল পার্কে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে ইত্তিহাদের হয়ে প্রথম গোলটি করেন করিম বেনজেমা। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক সতীর্থের এ সাফল্যের দিনে গোল পাননি আল নাসর তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
শুধু রোনালদো নন, আল নাসরের সাদিও মানে ও হোয়াও ফেলিক্সের জন্য ম্যাচটি মোটেও ভালো অভিজ্ঞতা বয়ে আনেনি। ৪৯ মিনিটে আহমেদ আল-জুলায়দান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর ১০ জনে পরিণত হয় আল ইত্তিহাদ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি রোনালদো-ফেলিক্সরা। পাঁচটি শট নিয়ে একটি পোস্টে রাখতে পারেন রোনালদো। দলটির হয়ে একমাত্র গোলটি এসেছে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে। আর বেনজেমা ছাড়া ইত্তিহাদের হয়ে গোল করেছেন হুসেম আওয়ার। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আল নাসরে অভিষেক রোনালদোর। সে বছর আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতলেও সেটি ফিফা স্বীকৃত টুর্নামেন্ট নয়। পর্তুগিজ কিংবদন্তি এ পর্যন্ত ১৩টি অফিশিয়াল টুর্নামেন্টে আল নাসরের হয়ে খেলেও ক্লাবকে কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি। আল নাসরের হয়ে এ পর্যন্ত তিনবার ফাইনালে খেলে সব কটিই হেরেছেন। সৌদি প্রো লিগে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ মৌসুমে দ্বিতীয় হয় আল নাসর। গত মৌসুমে হয়েছে তৃতীয়। এবারের মৌসুমে অবশ্য ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত তালিকার শীর্ষে আল নাসর। গত মৌসুমে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু তে সেমিফাইনালে খেলাই ছিল এ প্রতিযোগিতায় আল নাসরের হয়ে রোনালদোর সর্বোচ্চ সাফল্য। যদিও সৌদি ক্লাবটির হয়ে রোনালদোর পারফরম্যান্স বেশ ভালো। এবারের মৌসুমসহ এ পর্যন্ত চার মৌসুমে আল নাসরের হয়ে রোনালদোর গোলসংখ্যা ১২০ ম্যাচে ১০৬।রোনালদো অবশ্য আশা হারানোর মানুষ নন। কিংস কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রোনালদোর এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়, ‘আমরা একসঙ্গে দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াই, শিখি ও সামনে এগিয়ে যাই।’আল নাসর ২০২৫-২৬ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, অর্থাৎ এ মৌসুমে ক্লাবের হয়ে বড় শিরোপা জয়ের মতো একটি আসরই আছে রোনালদোর সামনেসৌদি প্রো লিগ। লিগে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচের সব কটি জিতে সঠিক পথেই আছে আল নাসর। লিগে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ৬ গোল করার পাশাপাশি একটি গোল বানিয়েছেন রোনালদো। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯ ম্যাচে ৭টি গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্টাস মাতানো কিংবদন্তি।

# টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে শূন্য বাবরের, পাকিস্তানকে অনায়াসে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

কেন তাঁকে টি-টোয়েন্টির দলে নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছিল। টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাবর্তনে বাবর আজম ক্রিজে টিকলেন মাত্র দু’টি বল। শূন্য রানে ফিরলেন তিনি। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অনায়াসে পাকিস্তানকে ৫৫ রানে হারিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৯৪ তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান রিজা হেনড্রিক্সের। ৪০ বলে ৬০ রান করেন তিনি। পাঁচটি চার এবং একটি ছয় মেরেছেন। শুরুতে টোনি ডে জর্জির ১৬ বলে ৩৩ রানের সৌজন্যে শুরুটা ভাল হয় দক্ষিণ আফ্রিকার। এ ছাড়া জর্জ লিন্ডে ২২ বলে ৩৬ এবং কুইন্টন ডি’কক ১৩ বলে ২৩ রান করেন। ফলে গোটা ইনিংস জুড়ে রানের গতি বজায় রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানের সফলতম বোলার ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন। সাইম আয়ুব ৩১ রানে ২ উইকেট নেন। বাকিরা ব্যর্থ। শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহেরা ওভারপ্রতি ১১ রানের বেশি দিয়েছেন। ১৯৫ তাড়া করতে নেমে প্রথম উইকেটে ৩১ রান তোলে পাকিস্তান। সাহিবজাদা ফারহান (২৪) ফিরতেই একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। বাবর দ্বিতীয় বলে রিজাকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। ব্যর্থ সলমন আঘা (২), হাসান নওয়াজ (৩)। ওপেনিংয়ে সাইম (৩৭) এবং মিডল অর্ডারে মহম্মদ নওয়াজ (৩৬) কিছুটা লড়াই করলেও পাকিস্তান কখনও জেতার মতো জায়গায় ছিল না। ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানেই ইনিংস শেষ তাদের। করবিন বশ ১৪ রানে ৪ উইকেট নেন। লিন্ডে ৩১ রানে ৩টি এবং লিজাড উইলিয়ামস ২১ রানে ২ উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা লিন্ডে। সবচেয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাবর। সমর্থকদের মতে, ‘শেষের দিকে চলে আসা’ বিরাট কোহলিও সেরা ফর্মে থাকা বাবরের চেয়ে ভাল খেলছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ককে অবসর নিতেও বলেছেন কেউ কেউ।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023


## বুধের আকাশে রাফালে রাষ্ট্রপতি...



### সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সুপারিশ

# ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকার অনুদান পেলেন অনিতা

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সুপারিশে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকার অনুদান পেলেন পশ্চিম ত্রিপুরার অনিতা পাল দাস। এই আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সাংসদ জানান, খয়েরপুর বিধানসভার অন্তর্গত চম্পামুড়া নিবাসী অনিতা পাল দাস, তাঁর চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন সাংসদের নিকট, তৎক্ষণাৎ পিএম রিলিফ ফান্ডের থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থের মঞ্জুরি মিলেছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

উল্লেখ্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সুপারিশে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আবেদন পৌঁছায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের তরফে ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে জারি করা চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, অনিতা পাল দাসের ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ২ লক্ষ টাকা অনুদান অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সরাসরি হাসপাতালের হিসাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এই অনুদানের অর্থ ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটির ডঃ বি. বোরুয়া ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে।

এই সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

## বিশালগড়ে লরির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত বাইকচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ অক্টোবর: ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর আহত এক যুবক। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি লরির নিচে বাইকসহ ঢুকে পড়েন এক যুবক চালক। সংঘর্ষের জেরে সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাইকটি।

আহত যুবকের নাম দীপঙ্কর ভৌমিক (২৩), বাড়ি লালসিংমুড়া এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা আহত অবস্থায় দীপঙ্করকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চিকিৎসকরা তার আশঙ্কাজনক অবস্থার কারণে তাকে আগরতলার জিবি পান্থ হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

বিশালগড় থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো এবং চালকের অসাবধানতাই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। পুলিশ ঘটনায় একটি মামলা রুজু করেছে এবং বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাতের বেলায় দ্রুতগামী যানবাহনের উপর কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।

# সাহায্য প্রত্যাশীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর:রাজ্যেই এখন উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই চিকিৎসার জন্য রোগীদের বর্হিরাজ্যে যাবার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকার নাগরিকদের উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আজ ৫৫-তম মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আসা সাহায্য প্রত্যাশীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আসা সমস্যা পীড়িত মানুষের সাথে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথা বলেন। মূলত স্বাস্থ্য সমস্যা এবং চিকিৎসায় সহায়তার প্রত্যাশা নিয়েই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাদের সমস্যার কথা শুনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। ধলেশ্বরের অনুপম ভৌমিক, উত্তর ত্রিপুরার জম্পুইহিলের বাসিন্দা কে তাঙ্গমাই, সিমনার সীমা সরকার, উদয়পুরের যতন দাস, ঊনকোটি জেলার নরেন্দ্র চন্দ্র মালাকার, কমলনগরের স্নেহা সরকার সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য প্রত্যাশী নাগরিকগণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা তাদের সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন এবং উপস্থিত আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল এবং অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারগণ ছাড়াও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

# ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির সচেতনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সচেতনতা দিবস উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার আগরতলার অভয়নগরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবির।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই সচেতনতা সপ্তাহ চলবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছেগ্রাহক সচেতনতা ক্যাম্প, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রচারাভিযান, বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদান শিবিরের মতো সামাজিক উদ্যোগ।

এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজারসহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। বহু কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব ও মানবিক দায়িত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তারা বলেন, "রক্তদান একটি মহৎ কাজএর মাধ্যমে অন্যের জীবন রক্ষা করা যায়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবেই এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।"

ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

## নতুন জীবন পেল ধলাই জেলার দীপিকা ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: ছামণু ব্লকের নাতিনমনু এলাকার ৬ বছর বয়সী শিশুকন্যা দীপিকা ত্রিপুরা। ছোট থেকেই শ্বাসকষ্ট ও দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ার সমস্যায় ভুগছিল। ছামনু রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম-এর সদস্যরা বিদ্যালয়ে বা এলাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় এবছর ১০ ফেব্রুয়ারি দীপিকাকে স্ক্রিনিং করে। তখনই তার হৃদস্পন্দনে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে এবং তারা দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করেন। প্রাথমিক স্ক্রিনিং-এর পর ধলাই জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটি স্থ ন্স্থত্বষ্ঠ ক্কখন্না জ্জদ্রষ্ঠত্রন্তত্রদ্রষ্ঠদ্রদ্র ঋত্রদ্রষ্ঠত্র-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। রিস্ক ও জটিলতা নিশ্চিত করার জন্য, গত ২৩ এপ্রিল দীপিকার ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা আইএলএস হাসপাতালে সম্পন্ন হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় দীপিকা জন্মগত হৃদরোগ ভুগছে এবং তার জীবন বাঁচাতে জরুরি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য প্রযোজনীয় সমস্ত রুটিন রক্ত পরীক্ষা গত ৮ জুলাই ধলাই জেলা হাসপাতালের কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়। কর্মীরা এই সময় পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং কাগজপত্রের সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। ত্রিপুরা সরকার অনুমোদিত স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে, উন্নত চিকিৎসার জন্য দীপিকাকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সফলভাবে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, গত ২৬ অক্টোবর চেন্নাইয়ের এপোলো চিলড্রেন''স হাসপাতালে দীপিকার হৃদযন্ত্রের জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে এই অস্ত্রোপচারটি পুরোপুরি সফল হয়েছে। এই সফল চিকিৎসা দীপিকার পরিবারকে এক বিশাল স্বস্তি এনে দিয়েছে। দীপিকার পিতা পরমজয় ত্রিপুরা বলেন, ছামনু টঙ্কছজ্জদল ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, তা ভুলব না। আমারদের মেয়ে এখন সুস্থ! 'ধলাই জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক ৬ বছর বয়সী শিশুকন্যা দীপিকা ত্রিপুরা জন্মগত হহৃদরোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে।

# দেবদারু এডিসি ভিলেজে আইন প্রয়োগে বিপাকে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : দেবদারু এডিসি ভিলেজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক আইন কার্যকর করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। অভিযোগ, দেবদারু ফাঁড়ি থানার পুলিশ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গেলেই স্থানীয়দের বিরোধিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বাইখোড়া থানার অধীনে দেবদারু ফাঁড়ি থানার এলাকায় প্রতিদিনই অসংখ্য যানবাহন চালক ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে চলাচল করছেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ২৬শে অক্টোবর শিলাছড়ী থেকে আগত কিছু জিপ চালক ও বোলেরো পিকআপ গাড়িকে অতিরিক্ত যাত্রী বহনের অপরাধে মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। কিন্তু এই জরিমানার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, স্থানীয় জনজাতি অংশের কিছু লোকজন একত্রিত হয়ে দেবদারু ফাঁড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ফাইনকে 'অবৈধ' বলে দাবি তোলেন। তারা জরিমানার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও চাপ সৃষ্টি করেন থানার কর্মকর্তাদের ওপর। এই পরিস্থিতিতে নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা বলে জানিয়েছেন দেবদারু ফাঁড়ি থানার ওসি বকুল রিয়াং। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আমরা আইন মেনে কাজ করছি, কিন্তু বারবার স্থানীয় কিছু ব্যক্তির প্রতিবাদের কারণে স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে, তবে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের সহযোগিতা প্রয়োজন যাতে সঠিকভাবে আইন কার্যকর করা যায়। ঘটনাটি বর্তমানে বাইখোড়া থানার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে বলে জানা গেছে।

## আগামী ২৯-৩০ নভেম্বর জম্পুই হিলে ইউনিটি প্রমোফেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: আগামী ২৯-৩০ নভেম্বর দু"দিনব্যাপী কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই হিলে ইউনিটি প্রমোফেষ্ট, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে গতকাল কাঞ্চনপুর ডাকবাংলোর সভাকক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপ্নারানী দাস, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দ্রন, কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সিদ্ধার্থ থিতে, বিভিন্ন ব্লকের বিএসি"র চেয়ারম্যানগণ, ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পর্যটন দপ্তরের সচিব রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এই প্রমো ফেস্টটে তুলে ধরার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

# গন্ডাছড়ায় তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির নবম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত, আসন্ন এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতিতে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ অক্টোবর: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করছে বামপন্থী সংগঠনগুলির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন। সেই ধারাবাহিকতায় বুধবার ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা রাজ্য তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির নবম মহকুমা ভিত্তিক সম্মেলন। পুরাতন টাউন হলে আয়োজিত এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক, রাজ্য নেতৃত্ব নিতাই সরকার, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এদিনের সম্মেলনের সূচনা হয় দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক। এরপর শহীদদের স্মরণে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

মঞ্চে অতিথিদের ব্যাজ পরিয়ে স্বাগত জানান কর্মীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব, এবং উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দলের সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেতৃত্ব অভিলাশ সরকার, ললিতমোহন ত্রিপুরা, সুশান্ত হাজারী, বিশ্বজিৎ সরকার, সুবোধ মল্লিক, অর্চনা দাস প্রমুখ। প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এদিনের এই সম্মেলনে।

রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক তার বক্তব্যে বলেন, "আসন্ন এডিসি নির্বাচনে জনগণের পাশে থেকে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সমাজের প্রান্তিক ও তপশিলী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার লড়াই এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ।"

সম্মেলনে আগামী দিনের কর্মসূচি, সংগঠনের সম্প্রসারণ ও সাংগঠনিক ঐক্য জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্বিকভাবে, আসন্ন এডিসি ভোটকে ঘিরে গন্ডাছড়া মহকুমায় নতুন উদ্যমে সংগঠনের কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানান নেতৃবৃন্দ।

# মাতাবাড়ি ব্লকভিত্তিক নিপুন ফেস্ট- ২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সি আর সি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো মাতাবাড়ি ব্লকভিত্তিক নিপুন ফেস্ট- ২০২৫। আজ এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা তথা চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সির কোর্ডিনেটর মৌসুমী সাহা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর বিআরসির বিআরপি যথাক্রমে করবী মজুমদার, মল্লিকা মগ ও অরুপ দেব ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর সি আর সির সাহিদা বেগম, গামারিয়া সিআরসির অর্পিতা মজুমদার, পি কে সি পারা সি আর পি প্রাণ কৃষ্ণ দেবনাথ ,গর্জি বাজার সি আর সির সুপর্ণা দাস, চন্দ্রপুর কলোনির সি আর পি অপুরাম সরকার সহ অন্যান্য অতিথি বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক কমল মজুমদার ও অপুরাম সরকার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ।অনুষ্ঠানে বিগত তিন মাস ধরে চলে আসা প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিপুণভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে তাদের ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষা এবং লেখার দক্ষতা যাচাই করা সহ গাণিতিক জ্ঞানের নিপুনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

চারটি ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে বিগত তিন মাসে পক্ষকাল ব্যাপী তাদের নিরীক্ষণের পর প্রতিবেশী উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিকটবর্তী স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন ।আজ চন্দ্রপুর কলোনী সিআরসি কনফারেন্স হলে মাতাবাড়ি ব্লকের মোট কুড়িটি বিদ্যালয়ের ২৯ জন শিক্ষার্থী তাদের টি এল এম, হেলথ এবং হাইজিন ,এবং হোম মেড ফুড কম্পিটিশন বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে জেবি এবং এস বি স্কুল থেকে ছয় জন শিক্ষার্থীকে এবং উচ্চ এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের থেকে চারজনকে নির্বাচিত করে ব্লক লেবেল প্রতিযোগিতার পর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা আগামী ৩রা এবং চৌঠা নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আজকে এই উপলক্ষে আগত শিক্ষার্থী ,অভিভাবক -অভিভাবিকা গাইড টিচার ও অন্যান্যরা খুব উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে এই নিপুন ফেস প্রতিযোগিতায় উপভোগ করেন চন্দ্রপুর কলোনী সিআরসির এই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন বিআরপি যথাক্রমে মজুমদার এবং মল্লিকা মগ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনী সিআরসির সিআরপি অপুরাম সরকার।

## বাইক ও টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত তিন

আগরতলা, ২৯ অক্টোবরঃ খোয়াই জেলার চাম্পাহাউর থানার অন্তর্গত শিকারিবাড়ি এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিন যুবক। আজ দুপুরে একটি বাইক ও একটি টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, টমটম চালক বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। ওই সময় খোয়াই জেলার চাম্পাহাউর থানার অন্তর্গত শিকারিবাড়ি এলাকায় একটি বাইক এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতেই গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। দূর্ঘটনার সময় টমটমে কোনো যাত্রী ছিল না। আহতদের নাম সাগর দেববর্মা, রুহিন দেববর্মা ও তাপস দেববর্মা। প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং তিন আরোহীই সড়কে ছিটকে পড়েন।

স্থানীয়রা সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

বুধবার আগরতলায় কালিকা জুয়েলারির উদ্যোগে শারদীয়া মিলন মেলা ও ধনতেরাসের লাকি ড্র অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas